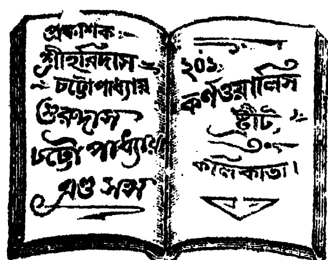
পর্ণপুট

শ্রীকালিদাস রায়

তৃতীয় সংস্করণ


প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।


SONS


প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সাহিত্যাগ্রজ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহোদয়ের চরণে

ওগো দেব, আসিয়াছি পূজিতে চরণ ;
দীনের কমিতে হ'বে দীন আয়োজন।
তুমি যে নমস্য বিপ্র,—ওগো তার লাগি,
হই নাই আমি তব ভক্ত, অনুরাগী।
আগে জনমেছ তুমি তারো লাগি নয়
সুরূপ কন্দর্প সম লোকে তোমা কয়,
তব গৃহে ইন্দিরার পদরেণুখনি
তারো লাগি নয়, তা'ও মনে নাহি গণি,
তুমি জ্ঞানী, তুমি ধনী, গুণী কবিবর,—
তারো লাগি তব পায় লুটে না অন্তর।
তোমার প্রেমের লাগি, প্রেমের উদধি,
তোমার হিয়ার লাগি, হে মোর দরদী
যেটুকু হারাও নিতি সজল নয়নে,
সেই হারামণি লাগি এসেছি চরণে।

সর্ব্বদেবময় তুমি, হে দেবকুমার,
বৈজয়ন্তী শ্রীবৈকুণ্ঠ জীবনে তোমার
অলকা কৈলাসসহ রহিয়াছে জাগি ;
আমি আসিয়াছি, বন্ধু, জান কার লাগি?

আমি আসিনিক সখা সেটুকুর তরে
কুবের বাসব যথা রাজদণ্ড ধরে,
অথবা যেটুকু তব চন্দ্রমা কুমার ;
দেবগুরু ধাতা যাহা করে অধিকার
তারো লাগি নহে। তব যে মহিমামাঝে
নারদের বীণাযন্ত্র রণ রণ বাজে,
প্রেমানন্দে যারে যেয়ে নাচে ভোলানাথ
সে দিব্য মাধুর্য্য লাগি লহ প্রণিপাত।
তব গেহ কুঞ্জে কেলি ফুলফলগুলি
তুলসী শ্রীফলপত্র শিরে লব তুলি।
"প্রভাতী" "অরুণ" তুমি "দেবদূত" প্রিয়,
তোমার "মাধুরী" "ধারা" অমল অমিয়।
আঁধার বিদারি' তুমি ফুটায়েছ উষা
সুষমে সৌরভে বিশ্বে দিলে বরভূষা।
দ্যুলোক আলোক বার্ত্তা করেছ বহন,
তারো লাগি নহে মুগ্ধ মোর প্রাণমন।
নীহারের নেত্রে তব যেই টুকু আলো।
তারি লাগি সখা তোমা বাসিয়াছি ভাল।
যাইনিক তব বিত্ত-মথুরার দ্বারে
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-অর্ঘ্যের বিচারে।
সংসারের কুরুক্ষেত্রে যাইনি সন্ধানে
সাহিত্যের দ্বারাবতী জাগেনিক প্রাণে।
একেবারে ধরিয়াছি হৃদয়ের দেশে
প্রেমানন্দ, তোমা ব্রজরাখালের বেশে।

স্নেহধন্য ভ্রাতা কালিদাস।

ভূমিকা

পর্ণপুটের দ্বিতীয় সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে। নূতন সংস্করণে কোনো কবিতার পরিহার—বা নূতন কোন কবিতার সংযোজন করা হয় নাই। তবে কবিতাগুলির ভাষাগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

কয়েকটি কবিতা অনুষ্ঠানবিশেষ উপলক্ষে লিখিত হয়। তন্মধ্যে "বঙ্গবাণী" ১৩১১ সালে আশ্বিন মাসে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের জুনিয়র সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকাভিনয়ের প্রারম্ভে গীত হইয়াছিল, পরে কলিকাতার ৭ম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃকই 'অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের পরলোকগমনে' সঙ্গীতটি সমিতির পরমহিতার্থী স্বর্গীয় অধ্যাপকের স্মৃতিসভায় ও 'বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি' গীতটি যশোহর খুলনা সেবাসমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আচার্য্যবরের সম্বর্দ্ধনা-সভায় গীত হইয়াছিল। 'রবীন্দ্র প্রশস্তি' ১৩১৮ সালে কবিবরের সম্বর্দ্ধনা-কালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ-প্রদত্ত অভিনন্দন। "বর্দ্ধমানে" কবিতা তথাকার সাহিত্য-সম্মিলনের আবাহনসঙ্গীতরূপে ও "সম্বর্দ্ধনা" নামক সঙ্গীতটি উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনে রঙ্গপুরে সভাপতির আবাহনকল্পে গীত হইয়াছিল। 'কৃত্তিবাস' নামক সঙ্গীতটি ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষণ অনুষ্ঠানোপলক্ষে ও 'গঙ্গাধরতর্পণ' বহরমপুরে গঙ্গাধর-স্মৃতি-সভার জন্য রচিত।

বঙ্গবাণীবন্দনায় গ্রন্থের উদ্বোধন। তারপর প্রথম পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে সত্যের রুদ্র ও শিবরূপের নানা বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যের সাধনা কত কঠিন—প্রেয় পদার্থকে কঠোর তপস্যায় ত্যাগ না করিলে শ্রেয়ঃকে লাভ করা যায় না—সহস্র আপাতপরাভবের মধ্যেও কেমন করিয়া সত্যই শেষে জয়লাভ করে—সত্য রুদ্ররূপে কেমন করিয়া নিত্য আমাদিগকে মায়া, মোহ, মিথ্যার স্বপ্ন হইতে রূঢ় আঘাতে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং পরিশেষে শিবরূপে বরাভয় প্রদানে অনিত্যের লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতেছে, তাহাই এ পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি ছন্দিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পল্লীগীতি। দৈন্যদুঃখশোককারুণ্যময় বঙ্গের অন্তরাত্মার

কথা। 'পল্লীবালা' কবিতাটি কবির কৈশোরকালের রচিত 'কুন্দ' হইতে গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হইয়াছে।

তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রেমগীতি। 'মানসীমূর্ত্তিতে' পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রেমিকের প্রাণে পরিকল্পিত মানসীর পবিত্রসুন্দর আদর্শমূর্ত্তি। পরিণয়ের পর "বধূবরণে" সেই আদর্শ প্রতিমা ও গার্হস্থ্য জীবনে নারীর কল্যাণী মূর্ত্তির সম্মিলন। কবি-প্রিয়া, বালিকা, কিশোরী ও তরুণীরূপে কবির নয়নে বিশ্বকে নব নব আলোকে ময়ুরকণ্ঠের মত চঞ্চল সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম মিলনজাত মোহ ও মাদকতা বিরহতপের অনলে দগ্ধ হইয়া গভীর প্রণয়ের শ্যামিকাশূন্য হিরণ্যে পরিণত হইয়াছে। মোহের খদ্যোতমালা আরতির পঞ্চপ্রদীপের স্থিরদ্যুতিতে গৃহদেউলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কবি প্রিয়ার সৌন্দর্য্যে চিরসুন্দরের বিভূতি দেখিয়াছেন।

চতুর্থ পর্য্যায়ে, চিরন্তন বৃন্দাবনগীতি। সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য ইত্যাদি বিবিধ রসের বিকাশ। কবির "ব্রজবেণু" এই শ্রেণীর বহু কবিতার সংগ্রহ।

পঞ্চমপর্য্যায়ে বঙ্গের মনীষিগণের প্রশস্তি মালিকা।

ষষ্ঠ পর্য্যায়ে বর্ণনাত্মক কবিতা। ভারতের নানাস্থান অবলম্বন করিয়া কবিতাগুলি রচিত। 'ধামশ্রেণী' নামক কবিতাটি রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদের এক অধিবেশনে পঠিত হয়। ধামশ্রেণী রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বাহারবন্দর পরগণার একটি পবিত্র ধাম। এখানে এখনো রাণী সত্যবতীর ভগ্ন রাজপ্রাসাদ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবতা বর্ত্তমান। রাণী সত্যবতী রাজা রঘুনাথের পত্নী। রাণীর প্রথম যৌবনেই স্বামী নিরুদ্দেশ হ'ন। দ্বাদশ বৎসর রাণী হিন্দুবিরহিণীর ব্রত পালন করিয়া পরে বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির আয় তিনি দেবদ্বিজঅতিথিসেবায় ব্যয় করিতেন। রাজসিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার ধর্ম্মপিপাসার তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি কাশীবাসিনী হইতে মনঃস্থ করেন। তাঁহার পিতা এবং গুরুদেব উভয়েই বিষয়ভার বহন করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি তাঁহার সখী পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর হস্তে সমগ্র সম্পত্তি অর্পণ করেন। রাণী ভবানীর বাহারবন্দর পরগণার সঙ্গে ইহা এখন কাশীমবাজারাধিপতির অধিকৃত। মহারাজই এখন ধামশ্রেণীর কালীবাড়ীর সেবায়িত। এখনো এখানে রীতিমত দেবদ্বিজ অতিথিসেবা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

১৩৪৩

পর্ণপুট

কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের

অন্ন নাহিক জুটে,

যা' কিছু মোদের এনেছি সাজায়ে

নবীন

পর্ণপুটে।

—রবীন্দ্রনাথ।

পর্ণপুট

বঙ্গবাণী

দ্যুলোক ভূলোক পুলকি' আলোকে জননী আমার রাজে,
অযুত-ভক্ত-অমল-রক্ত-মর্ম্ম-কমল-মাঝে,
মুঞ্জরে ফুল চরণে, ভৃঙ্গ গুঞ্জরে মধুবাণী।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিলজ্ঞানের রাণী॥

চণ্ডীদাস বি-মণ্ডিল শির মাণিকমুকুটভারে,
'জ্ঞান' 'গোবিন্দ' বৃন্দাবনের কুন্দ-কুমুদ-হারে,
'লোচন' রচিল পাদ্য, গোরার লোচন-সলিল আনি।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিলজ্ঞানের রাণী॥

দ্বৈপায়নের ভৃঙ্গার জলে অভিসিঞ্চিল 'কাশী'
কবিরাজ আনে ভক্তিসুরভি হৃদিধূপধূমরাশি,
কৃত্তি জ্বালিল বর্ত্তী তমসাতীর্থের হবি দানি'।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিলজ্ঞানের রাণী॥

কবিকঙ্কণ দিল কঙ্কণ, কনে মঙ্গলগানে,
কবিরঞ্জন রঞ্জিল পদ হৃদয়ালক্ত দানে।
ভারতচন্দ্র আরতি আলোকে উজলে অঙ্গখানি।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিলজ্ঞানের রাণী॥

"গুপ্ত" রচিল প্রভাকরে টীকা দীপ্ত ললাটে জাগে।
'রঙ্গ' ভূষিল ক্ষত্রতপের তরুণ অঙ্গরাগে।
দাশরথি দিল সিত নবনীত পল্লী পরাণী ছানি'।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিলজ্ঞানের রাণী॥

বহে অক্ষয় বিদ্যাসাগর নৈবেদ্যের থালা,
গৃহমন্দিরে শ্রীদীনবন্ধু বরণগন্ধডালা।
নাহি ভূদেবের পৌরুহিত্যে পূজার অঙ্গহানি।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

বঙ্কিম তারি অঙ্কিল চারু কারুকজ্জল আঁখে,
নবীন ঘোষিল জয় বাণী, নব পাঞ্চজন্য শাঁখে।
হেমের হৈম হৃদয় বীণাটি শোভিল শুভ্র পাণি
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিলজ্ঞানের রাণী॥

মরালের মত 'মধু' গীতরত, চরণ বেড়িয়া ভাসে,
গিরিশ হরিষে হরিচন্দন বরিষে নূপুর পাশে।
কবিরবি যার সুমেরু শিখরে বিরচিল রাজধানী।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো আমার জ্ঞানের রাণী॥

হাসি কান্নার হীরা পান্নার দুল দিল দ্বিজরাজ,
'রজনী' করেছে রজনীতে সেবা, প্রভাতে 'প্রভাত' আজ
কিন্নর নর-সুর জয়গানে আজিকে ঐকতানী।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী॥

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ

তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা, একি এ লীলা-দৃশ্য হেরি দিবস রাত।
জ্যোছনাজ্যোতি তারকাভাতি বিভূতিভূষা তোমার গায়,
ভাঙের ঘোর করেছ ভোর, চরণ তাই টলিয়া যায়,
বারিধি'পরে নদীলহরে ডমরু তুলে গভীর তান,
দোদুল-জটা জলদ-ঘটা দামিনী-ছটা দীপ্যমান।
ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে বাঁধা কৃত্তিপট,
ধরেছ শাপ-দুঃখ-পাপ গরল গলে, রুদ্র নট।
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরি জীবে অন্নজল,
শম্ভুশিরে আঁচল উড়ে চরণে ফুরে কমলদল।
তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ
পাগল ভোলা, একি এ লীলা-লহরী হেরি দিবসরাত।

শিশিরকণামাণিকজ্বলা বনবিতান ব্রততীচয়
আনতফণ ফণীর মত জড়ায়ে তনু প্রণত রয়।
ভীষণ তব পিনাকে ছুটে অশনি, দহি গগনবন,
ঈশানে তব বিষাণ রবে ঝঞ্ঝা তুলে প্রভঞ্জন।
নরকরোটি তোমার করে, কণ্ঠে মহাশঙ্খহার
ধবলগিরি বৃষভ বহে শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক ভার।

ত্রিশূল তব ত্রিতাপরূপে নিখিল ব্যেপে ঘূর্ণ্যমান,
অট্টহাসি, তুহিনরাশি তটিনী কোটি করিছে পান।
কৃশানুময় ললাট আঁখি—নিদাঘ ভানু নির্ণিমেষ,
রতিপতি ও ঋতুপতিরে দহিয়া করে ভস্মশেষ।
তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা! একি এ লীলা—একি এ খেলা দিবস রাত!

দুর্ব্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি অজ্ঞানে ভুলেছ নিত্যযাগ
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন আত্মকর্ম্মভাগ,
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বার বেগে, অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয়না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায়নি পানীয়, হরিণী শষ্পদল
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বচ লয়ে', কোথায় পাদ্যজল?

কোথা নরপতি লালসালালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস ব্যসনে আছ সারা বেলা, হেলা করি রাজকাজে,
কোথা যুবরাজ ভুলেছ সমর প্রেমিকার কর ধরি?
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বল চিত! জাগো মোহ পরিহরি।

ভুলি দেবদ্বিজপূজা, ব্রত, নর জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন?
গৃহকাজ কোথা ভুলিয়াছ বধূ বিরহের বেদনায়?
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।

আসিছে মূর্ত্ত রুদ্রশাসন, ভ্রুকুটীকুটিল মুখ
শিরে জটাজাল নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রত রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি।

মথুরার দূত

বিদায় চন্দ্রাননে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে।
সাঙ্গ আজিকে বাঁশীভরা গান
হলো কলহাসি রাশি অবসান।
শেষ, অভিসার, মান অভিমান, উচ্ছল রসাবেগ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল,
নীপনিকুঞ্জ চারু চঞ্চল,
ময়ূর ময়ূরী রসঢলঢল, গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
তবু হায় যেতে হবে,
বারতা বহিয়া মথুরার দূত গোকুলে এসেছে যবে।

বলো সখাসখীগণে,
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত কালার কুঞ্জবনে।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে
কালীদহনীরে দুকূল কাঁপায়ে।
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল, মিছে গাঁথ বনমালা।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে
ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে।
যাবো বুকে বহি রসরাসদোলঝুলনের স্মৃতিজ্বালা।
মিছে আর মায়া ডোর,
ভেসে যাক আজি যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর।
ব'লো পাগলিনী মায়,
আজিকে তোমার প্রাণের দুলাল বাঁধন কাটিয়া যায়।
কে হরিবে আর ক্ষীরসর ননী
কে ধরিবে শিখিপুচ্ছ পাঁচনী ?
শত আঁচলের গ্রন্থি টুটাতে হিয়া ফেটে শতখান।
ব'ল' গোপীগণে—কানু গেল চলে',—
বনপথে হাটে যমুনার জলে
আজি হতে হলো যত লাজ জ্বালা যাতনার অবসান।
মিছে ডাক' বারে বারে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত কানুর হৃদয় দ্বারে।
কেমনে হেথায় রহি,
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায়নিদেশ বহি।

ডাকিছে সত্য বিষাণ বাদনে
জীবনমরণ—রণপ্রাঙ্গণে,
ডাকে মথুরার কাতর কাকুতি আতুরের আঁখিলোর।
পাষাণ কারার আকুল রোদন
করিছে সুপ্ত তেজের বোধন,
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন, ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল।

সূর্য্যমণি

কুসুমসভায় উৎসবলীলা শেষ হয়ে গেছে যবে,
আবেশ আলসে লুলিত এলায়ে ঘুমায়ে পড়েছে সবে।
রক্তকাষায় বাসে
তুমি জাগিয়াছ রুদ্র তাপসী রৌদ্রবহ্নি পাশে।
তুমি চাও যারে মিলেনা তাহারে উষার সরস সুখে,
তোমার বাসকশয়ন রচিত নহে কিসলয় বুকে,
চারিদিকে জ্বালি কৃশানুকুণ্ড ভানু পানে মেলি আঁখি
বাঞ্ছিত লাগি তোমার সাধনা বুঝিতে কি আছে বাকি ?
তুমি জানিয়াছ সার,
স্মর-বসন্তে সঙ্গী করিলে চরণ মিলেনা তাঁর।

ভয়ে কেহ হ'ল পাণ্ডুর ম্লান, আঁখি মুদি কেহ কাঁপে,
গরবিনী যত সোহাগিনী ঐ ঝলসি পড়িছে তাপে।
তুমি জ্বালাময়ী স্বাহা
বহ্নিবেদনা বহিবে বক্ষে তুমি বিনা কেবা আহা।
বালারুণ হেরি যে মেলে নয়ন চাঁদের আলোকে যেবা
তাদের মাঝারে কে করিবে মরুমার্ত্তণ্ডের সেবা?
কেহ বা বন্দে ঊষা দেবতায় সন্ধ্যারে কোন' জনা,
ঊষা সন্ধ্যার সে আদিনিদানে বল কার আরাধনা?
বিনা তপোমহিমায়
কোন্ সাহসিকা তীব্র তপন প্রেমচুম্বন চায়?

বিশ্বদীপন তপনে তুষিতে পট্টবসনা ধরা
স্বস্তিবাচন-অর্ঘ্যরচনা তোমায় করেছে ত্বরা।
তুমি আছ ধুয়া ধরে'
মহাকীর্ত্তনে, সকলে যখন ঢুলে পড়ে ঘুম ঘোরে।
হওনিক হারা বহুর মাঝারে গতানুগতিকা নও,
তেজোবৈভব স্বাধীন সত্তা গৌরবে বুকে বও!
কেদারী রাগিণী—মূর্চ্ছনা তুমি জটাবল্কল সাজে,
জাগরমন্ত্র মন্ত্রিত কর তন্দ্রিত সভামাঝে।
যবে নিরলঙ্কারা,
বসুধা সতীর সধবা-চিহ্ন তুমি সিন্দুর ধারা।

প্রহ্লাদ

শিশুটিরে ফেল্লে যখন জলে,
ডুব্‌ল না' সে, ভাস্‌লো কমলদলে,
বিস্ময়ে তাই হেরলে হাজার আঁখি—
ঢেউয়ের পরে আস্‌ছে হেলি ঢুলি'
ফেল্লে যবে হিংস্রগণের পায়,
হর্ষে তারা খেল্লে নিয়ে তায়,
সিংহ তাহার চাট্‌ল চরণ রাঙা
হস্তী তারে পৃষ্ঠে নিল তুলি'।

ীতে তায় ফেল্লে অবোধ যত,
আগুন 'নভে জলধনুর মত
তোরণ হয়ে জাগ্‌ল তাহার শিরে
হরে' নিল গায়ের যত মলা।
সত্য,—এযে প্রহ্লাদ অবতার
জল্লাদে তার করবে কিবা আর?
আহ্লাদে সে গাইবে হরির নাম
যতই কেন রোধ' তাহারি গলা।

মাণিক্যময় স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরে,
নৃসিংহদেব জাগবে দানবপুরে,
মিথ্যাসুরের সব মায়াজাল ছেদি'
করাল প্রখর রাঙা নখর বহ্নি'।

ভ্রান্তি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ধরি’ ধরি’
চিরবে জঠর রেখে জানুর’ পরি ;
কৃতাঞ্জলি দেখবে চেয়ে চেয়ে
শেষকালে সেই সত্য হবে জয়ী ।

ধ্রুব

উত্তম যায় ভাব্‌ছ মোহ ঘোরে,
বসায়ে আজ আদরে তায় ক্রোড়ে,
তাড়াচ্ছ যে ধ্রুবেরে হায় বনে,
ধ্রুবের সাথে বিদায় নিবে শুভ ।
অধ্রুবেরে চিত্তে ভজি’ ভজি’
সুরুচিতে নিত্য রয়ে’ মজি,
সুনীতিরে করবে কর দূর ;
দুঃখ কি তার পুত্রটি যার ধ্রুব ।
ধ্রুব আপন কঠোর সাধন বলে
উঠ্‌বে জিনে হরির পদতলে
সুনীতি যে হবেই শ্রেয়োমাতা
সবার উঁচু পুণ্য ধ্রুবলোকে ।
ভোগের মোহে মরীচিকার জালে
মিটবেনাক তৃষ্ণা কোন’ কালে
চাইতে হবে ধ্রুবলোকের পানে
অশ্রু-অরুণ কাতর করুণ চোখে

ধ্রুবের তপঃ সত্য, বিনা তাই
ভ্রান্ত তোমার মুক্তিপন্থা নাই,
ধ্রুবের আলোক ভিন্ন ভবার্ণবে
নাবিক তুমি হবেই পথহারা ;
ভোগলালসার তপ্ত তৃষার জ্বালা,—
হাজার হাজার দীপ্ত জোনাক মালা,
নিশান্তে হায় নিভ্‌বে তাদের আয়ু
অনন্তকাল জ্বলবে ধ্রুবতারা।

ভরত

পরিহরি' পরিজন গৃহসুখ সিংহাসন
মৃগশিশু, তোরে ভালবেসে
শতশত বরষের যত তপ যাগ জপ
হায় হায় যায় অই ভেসে।
খেয়ে নিস্ তুই সব ফলফুল কুশ যব
কোশাকুশী হতে গঙ্গাজল।
সাজানো সমিধ্ পরে ঘুমাইবি অকাতরে
জ্বালি আমি কেমনে অনল ?
যবে আহুতির তরে মন্ত্র পড়ি লই হাব
হাত হতে তুই নিস্ কাড়ি।
ধেয়ানে বসিলে তুই লেহন করিবি দেহ
স্পন্দহীন নাহি হ'তে পারি।

আয়ত নয়নে চেয়ে ভুলাইবি শ্রুতিপাঠ
দাঁতে ধরে', টানিবি বাকল ;
উগ্র তাপসের তপ নষ্ট করি রে নিষ্ঠুর,
শেষে কিরে করিবি পাগল ?
বিসর্জ্জিয়া সর্জ্জরস, কর্পূর, কুঙ্কুমচর্চ্চা
কালাগুরু, উশীর, চন্দন,
নিখিল বিলাসামোদ ছেড়ে এসে শেষে মোর
মৃগমদে মজিলরে মন।
রূপতৃষা, রসতৃষা জয়তৃষা, যশঃতৃষা
সর্ব্ব তৃষা গর্ব্বে জিনি হায়
কান্তারে প্রান্তরে ঘুরি হারাইনু পন্থা মোর
মরুভ্রান্তি মৃগতৃষ্ণিকায়।
সব ছাড়ি' বনে আসি ওরে মোর মায়ামৃগ
তোর লাগি এই অধোগতি,—
প্রকৃতির প্রতিহিংসা নিদারুণ, অকরুণ!
ভগবন্! দাও স্থির মতি।

* * *

থাক্ তুই অশরণ অঙ্কে মম, শুষ্ক হোক্
চতুর্ব্বর্গ ফলের পাদপ।
জীবন্ত সবার চেয়ে স্নেহ প্রেম শিশুগুলি
হত্যা করি' করিব কি তপ ?
প্রেম, রসরক্তসম সঞ্চালিত শরীরীর
অন্তরের ধমনী শিরায়,

চিত্তগত হৃৎপিণ্ড সে রস সে রক্ত বিনা
স্তব্ধ হবে, স্পন্দিবেনা হায়।
রাত্রিদিন পক্ষ ভরে ঘুরিলে গগন পরে
প্রেমশুক বাঁচিবে কোথায়?
সব ঠাঁই হতে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মৃগবক্ষে বাঁধিবে কুলায়।

সর্ব্বত্যাগী বিশ্বরাজ

কেমনে চিনিব তোমা তুমি নাকি বিশ্বের ভূপাল?
একমুষ্টি অন্ন লাগি' ভিক্ষা মাগো, হে রাজকাঙাল।
চিতাভস্ম,—অঙ্গরাগ, পরিধানে হেরি গজাজিন
কুণ্ডলিত জটাজালে সর্পফণা,—কিরীট নবীন।
নিতান্ত বাতুল পেয়ে বৃষভে বসায়ে অবশেষে
কে তোমারে সাজাইল ও অপূর্ব্ব ভূপেন্দ্রের বেশে?
বণ্টিয়া অকুণ্ঠ করে সর্ব্বজনে অমৃত ধবল
শিতিকণ্ঠ কি আনন্দে কণ্ঠে নিলে অসিত গরল?
বিলায়ে মন্দার, কুন্দ, অরবিন্দ, তুলসী মধুরা,
নিলে মহাশঙ্খকণ্ঠী, বিল্বপত্র, বিষাক্ত ধুতুরা।
তেয়াগি লাবণ্যলতা রাজকন্যা তারুণ্যঅরুণা
ব্রতজীর্ণা তপঃশীর্ণা অপর্ণারে করিলে করুণা।
হে রাজেন্দ্র তব রাজ্যে তুমি শুধু চির অকিঞ্চন
সকলে যা বিসর্জ্জিল করিলে তা' মৌলির ভূষণ।

হে বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী বিশ্বপতি, হেরিয়া তোমায়
হতদর্প, নতশীর্ষ, বিশ্বলোক লজ্জায় কুণ্ঠায়।
সর্ব্ব ভোগ্য ত্যজি রাজা, যদি রও শ্মশানে কান্তারে
কেমনে সৌভাগ্য গর্ব্বে রবে প্রজা ভোগের সংসারে
বিশ্বনাথ আজো তুমি ফিরিলেনা তব সিংহাসনে,
ছুটিছে নিখিল ভব তাই তব শ্মশানসদনে!

জীবন–মরণ

মরণ মোহন বঁধু অইরে ডেকেছে অই
পশেছে বাঁশরীস্বরলহরী কাণে।
'কোথায় জীবন মম কইরে জীবন কই'
বাঁশরী ডাকিছে ঐ শিহরি প্রাণে।
ভবনদী নিরবধি কলকল রবে চলে
চলিনু গাগরী কাঁখে সলিল আনার ছলে,
কালোরূপে আলো করে' নীপ মূলে হোথা সই
উতলা করেছে প্রাণ মুরলী তানে।
মরণ মধুর বঁধূ ওই লো ডেকেছে অই
মরমে বিঁধেছে স্বর পশিয়া কাণে।

জ্বলিছে বিরহ জ্বালা, নয়ন তৃষিত হায়,
বুকে কোটি বরষের অসীম ক্ষুধা,
মরণ চরণে প্রেম অমর হইতে চায়
মরণ শরণে আছে মিলন সুধা।

মানিনাক সংসার, সমাজ শাসন তব
শোভন লোভন ভূষা কিছু সাথে নাহি লব,
হবে অভিসার মোর আজি ঘন বরষায়
মানা না মানিতে চায় জীবন রাধা
ননদী শ্বাশুড়ী হয়ে মায়ামোহ পায়-পায়
নাথের মিলন পথে হয়োনা বাধা।

রূপ ও ধূপ

ওগো রূপ অপরূপ,
তোমার দেউলে দহিয়া মরিল কত না সুরভি ধূপ !
অটল নিঠুর, চরণের মূলে,
তবু একবার চাহিলে না ভুলে।
পড়িল না ক্ষীণ রেখা, রসহীন অশান পাষাণ বুকে।
দম্ভ তোমার লুটায়েছে ভূমে।
দগ্ধ দেহের গন্ধিত ধূমে
মলিন কালিমা দেছে ধূপ তব কপট উজল মুখে।

ওগো রূপ অপরূপ,
তব মন্দিরে মরণে বরিছে কত যে জীবন-ধূপ।
কও কও কথা একবার ডাকি
মেল' ও ইন্দ্রনীলমণি আঁখি,
কত যে ভক্ত লোচন-রাজীব তুলি' শরে, দিল পায়,

হলোনা ও দেহে কৃপা শিহরণ
হানিল বক্ষে কেড়ে প্রহরণ,
ভব হোমানলে পূর্ণাহুতিতে সঁপিল যে আপনায়।
ওগো রূপ, অপরূপ,
মেল একবার অন্ধলোচন, দহে মলো কত ধূপ।

দধীচি

কোথা তপোবনে যজ্ঞকুণ্ডে পড়েনি পূর্ণাহুতি,
দেবের প্রসাদ আসেনি নামিয়া, থামিয়া গিয়াছে শ্রুতি
আহিতাগ্নিক, হয়োনা নিরাশ দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
অস্থি শোণিত—ইন্ধন ঘৃত দিতে হোমে বলিদান।

বৃষ্টি বিহনে রৌদ্র দহনে কোথা দেশ ছারখার,
ধূ ধূ করে মাঠ, হু হু করে প্রাণ, গৃহে গৃহে হাহাকার
ঐ কৃষকবর, হয়ো না কাতর, দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
শ্রাবণানন্দে বারিদমন্দ্রে নামে ইন্দ্রের দান।

সুরলোক কোথা রসাতলে যায় অসুরের করতলে,
গিরিগুহা বনে, ঘুরিছে গোপনে দেবতারা দলে দলে,
উঠ দেবরাজ, ত্যজ দীনসাজ, হীনলাজ অবসান,
যোগাসনে ঐ বসেছে দধীচি করিতে অস্থিদান।

ধর্ম্ম জগতে বিপ্লব কোথা কলুষের উপচয়,
সত্যের গ্লানি, পুণ্যের ম্লানি, নিরীহের নিতি ভয়।
সাধু মহারাজ, উঠ উঠ আজ দধীচি সঁপিছে প্রাণ
কুশে যাগে রণে মেরু-মরু-বনে তাহারি আত্মদান।

বঙ্গবধূ

আজি বন্ধু তোমাদের শুভ নব বাসরের রাতি,
বৎসর চারিটি পরে পুন জ্বলে উৎসবের বাতি।
সে যেন অনেক দিন, যবে তুঁহু কৈশোর যৌবন
মিলিল প্রিয়ার অঙ্গে, গেলে তারে তেয়াগি তখন।
তারপর হতে নিতি দ্বিখণ্ডিত মৃণালের প্রায়
অবলম্বি' তন্তুটুকু প্রাণরক্ষা আশায় আশায়।
মাঝখানে কত গিরি মরু হ্রদ নদী ব্যবধান,
বিরাট অজ্ঞেয় সিন্ধু ভরিয়াছে রহস্যে পরাণ।
বর্ষার দুর্য্যোগ রাতে চমকেছে চপলার সনে
যেন এই ঊর্ম্মিলার প্রাণকান্ত গিয়াছে কাননে।
নিশিদিন কত নদী সন্তরেছে পিয়াসী অন্তর
নিরন্তর পার হলো একা কত বিজন প্রান্তর।
উড়িল কল্পনা তার বারবার তোমার উদ্দেশে
অশ্রুসিন্ধুনীরে পড়ি ক্লান্তপক্ষ নিমজ্জিল শেষে।

স্বদেশপ্রত্যাগত জয়যুক্ত বান্ধবের প্রতি পুনর্ম্মিলনদিনে।

বসন্ত নিশান্তে কত স্বপ্ন দেখে' হয়েছে বিহ্বল
হারাই—হারাই শুধু আশঙ্কায় আঁখি ছল ছল।
যেচেছে কল্যাণ তব, দেবতায় নিত্য সন্ধ্যাপ্রাতে
পূজাপুষ্পে দিন গণি শুভ্র শঙ্খবিমণ্ডিত হাতে।
নিত্য গৃহ কর্ম্মমাঝে নানাছলে উন্মন চঞ্চলা
তোমারি বরণডালা সাজায়েছে তোমারি কমলা।

কবরীভূষার লাগি কোনদিন তুলেনিক ফুল
লিপির আশিস বিনা মাসান্তেও বাঁধেনিক চুল।
আশাবন্ধে করি ভর কোনরূপে যাপিয়াছে দিন
রজনীগন্ধার মত ক্ষীণ বৃন্তে রহি সমাসীন।
ধূসর বসনাবৃতা মূর্ত্তিমতী বিরহ বেদনা,
করেছে যে তপোব্রত এতদিনে তার উদ্‌যাপনা।
নিত্য নিত্য লক্ষ পোত ভিড়িয়াছে তার চিত্ততটে
ধরিতে পারেনি এলে কোন্ পোতে সহসা নিকটে।
সংসারপ্রাঙ্গণ তলে এস বন্ধু, ষোড়শ কলায়
অশ্রুহিমধৌত ইন্দু উদি' হেথা অমিয়া বিলায়।
ষোল মধু পূর্ণিমার ফুল্ল ফুলে যত্নে গাঁথা হার
আজি বন্ধু লহ কণ্ঠে,—পদে নমে ষোড়শী তোমার

হে প্রাজ্ঞ, হে সহৃদয়, আজি অজ্ঞা বঙ্গবালিকায়
হেরিতে হইবে শান্ত কৃপানেত্রে স্নেহের ছায়ায়।
ক্ষমিতে হইবে তার ত্রুটীময় প্রিয়বিনোদন
ভাষায় ভূষায় ভাবে ভঙ্গিমায় দীন আয়োজন।

ক্ষমো তার লজ্জাকুণ্ঠ, সজ্জাহীন, দীন উপচার,
মৃণ্ময় ভাজনে ধূপ, ক্ষীণ দীপ, বনফুলহার।
কুড়ায়ে লইতে হবে ভূমি হতে, দিতে গিয়ে পায়
পুলকপ্রকম্পে অর্ঘ্য কর হতে যদি পড়ে' যায়।
চিত্তকূপ পূর্ণ তার পুণ্যঘন প্রেমের সুধায়,
কলা কৌশলের ফেনবুদ্বুদের ঠাঁই নাহি তায়।
শিখেনি বনের পাখী কোনো বুলি সংসার অঙ্গনে
হৃদয় কুলায়ে রাখি ক্ষমো তার স্বভাবকূজনে।
গুরুগুরু সুখমন্দ্রে ঘনস্পন্দে দুরু দুরু বুক
স্বিন্ন তনু তনিমায় বিলসিছে রোমাঞ্চ কঞ্চুক ;
সে আজিকে প্রাবৃটের কম্পমানা কদম্বের শাখা
ধীরে দিও পদভার, ওগো শিখি, ধীরে মেলো পাখা।

ভূলুণ্ঠিতা লতিকার সর্ব্বকুণ্ঠা দূর করি, প্রিয়,
নোওয়াইয়া ভুজশাখা জড়াইয়া বুকে তুলে নিও।
উপলব্যথিতা তন্বী তটিনীটি উপকণ্ঠে যদি,
মূরছিয়া পড়ে, তবে কণ্ঠে টেনে নিও প্রেমোদধি।
প্রেমাবেশে আত্মহারা, যদি নারে কহিবারে কথা
নীরব বাগ্মিতা তার ক্ষমা কর' স্তব্ধ কাতরতা।
ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ কুণ্ঠমুখে কল্পবিষ সম
অসম্বদ্ধ অসন্নদ্ধ অর্দ্ধস্ফুট বাণী তার ক্ষম'।
ক্ষমিও লুলিত দুটী মৃণালের ক্লান্তি অবসাদ
তরঙ্গপ্রহত আঁখিউৎপলের শতেক প্রমাদ।

নির্ম্মেঘ নির্ম্মলাকাশে জাগো তুমি প্রভাত তপন
নর্ম্মছলে কমলের মর্ম্মকোষ কর উন্মেদন।
জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে হও গিয়ে সহস্র কিরণ
দিগ্বিজয়ী দীপ্ততেজ জ্ঞানোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন তপন।
হে বরেণ্য হে তাপস, প্রেম তব পবিত্র সুন্দর
ব্রহ্মচর্য্যপূত শুচি শাপমুক্ত অমল ভাস্বর।
প্রেমকুশণ্ডিকামন্ত্রে গার্হপত্যে আজি নব যাগ
নিষ্ঠা শুদ্ধি জ্ঞানে দোঁহে রচিয়াছ গৃহের প্রয়াগ।
দাও পুণ্য মিলনের বিগলিত আনন্দাশ্রুজল
অভিষেক করি তাহে গৃহে বসি লভি তীর্থ ফল।

পল্লীবালা

পড়িছে ঝল'স' কুন্দ অতসী জাতীযূথী
মাধবী গন্ধরাজ।
শেফালি চামেলি ঝরেছিল বড় পিয়াসায়,
খরতাপে আহা শুকায় বিফল নিরাশায়।
শ্রীফলপত্র আজি দেব-পূজা উপচার
তুলসীমাত্র সাজ।
গৃহের লক্ষ্মী দুলালী গিয়াছে পরঘরে
এ গৃহ আঁধার আজ।

ঠাকুরের সেবা হয়ে গেছে আজ চুপি-চুপি,
সেটা নাহি বটে বাকী।

সরসীর পথে কলসী বাজেনি খনখন
কোশাকুশী টাটে উঠেনিক ঘাটে ঝনঝন।
প্রসাদী কুসুম না পেয়ে বাছুর আসে ফিরে
নামায়ে কাতর আঁখি।
পিতা নিজে রচে পূজা আহ্নিক আয়োজন
চোখ মুছি থাকি থাকি।

খোকাখুকীদের হয়নিক আজ নাওয়া ধোওয়া
কে তাদের ডাকি পুছে?
ঘরে ঘরে আজ বাজেনিক মল ঝণ-রণ,
ভিখারী আসিয়া ফিরিয়া যেতেছে ঘন ঘন।
হরিনামঝোলা হয়না সেলাই ঠাকু'মার
সূতা নাহি যায় সূঁচে,
খুকীটির গালে দাগ হয়ে আছে আঁখিজল
কেবা দেয় বলো মুছে?

ধূলায় ধূসর ধবলী ফিরিছে দ্বার-দ্বার
গোঠ হতে এসে ফিরে।
কাকে মাছ নিয়, ছাগে খেয়ে যায় চাল ধান
পায়নিক দাদা আঁচাবার জল, সাজা পান
ভুলো পুষী মেনী ঘুরে ঘুরে কেঁদে হলো খুন,
গা'র লোম দুখে ছিঁড়ে;
খাঁচার ময়না পায়নিক আজ বুট জল
গলা গেল তার চিরে।

বসেনি বাড়ীতে বেণী বিনানর বৈঠক
আসেনি পাড়ার দল
বালিশের তুলা, আকাচা কাপড় ঘরময়
বাসন পাত্রে জিনিসপত্রে নয়ছয়,
আঙিনার তরু পায়নিক আজ বৈকালে
একটী ফোঁটাও জল।
শিউলিছোপান শাড়ীখানি হেরি মার চোখে
ব্যথা ঝরে অবিরল।

ঠাকুরের ঘরে পা ধোবার জল, আলো নাই
পুরুত লাগায় ধূম—
খোকাখুকীদের আনে নাই কেহ পূজোবাড়ী
শীতলপ্রসাদ-বিতরণে নাই কাড়াকাড়ি
চাঁদের কপালে টি' দিয়ে না যায় 'চাঁদা মামা'
চোখে নাই কারো ঘুম।
কাঁদে তারা আজ সারাদিন তাদে' বুকে চাপি
খায়নি যে দিদি চুম।

ললিত কোমল ছোট দুটী কর মুঠি বটে
কম কি ক্ষমতা তার?
তারে পরকরা লোকে বলেছিল দায়-সারা
ভাবেনিক কেহ এ গৃহ অচল সেই ছাড়া;
সংসার পাতা শিখিবার ছলে নিল সে যে
বহু জীবনের ভার।

আজি এ গৃহের শিশু পশু পাখী তরু লতা
করিতেছে হাহাকার।

আহা সেথে কোন্ অপরিচয়ের মাঝ খানে
বন্দিনী দিবা রাতি।
তথা গৃহ ভরা হাস্যোৎসব কলরোলে
আহত নিয়ত কূল সম নদীকল্লোলে।
অশ্রু মুছিছে অবগুণ্ঠন অঞ্চলে
নাহিক ব্যথার সাথী।
মা-হারা এ গৃহ কাঁদে হেথা হায় লুটে লুটে
নিভায়ে ঘরের বাতি।

পল্লীবধূ

না ধরিতে প্রাচী অরুণ বরণ, না ডাকিতে সব পাখী,
গ্রাম পথে ঘাটে না পড়িতে সাড়া, না মেলিতে ফুল আঁখি,
কেগো ঐ জাগি শয্যা তেয়াগি, দ্বারে দ্বারে ঢালে জল;
গোময় মাড়ুলি লেপনে জাগায় সুপ্ত তুলসী তল?
উঠান ছাড়িয়া না উঠিতে রোদ ঘরের পৈঠা পরে
কলসু ভরিয়া জল লয়ে কেবা স্নান করে ফিরে ঘরে?
না বাড়িতে বেলা দেব দেউলের দূর করি মলিনতা
করে আহ্নিক-রন্ধন তরে গুরুজনে সহায়তা।
লজ্জাসরম সজ্জাপরম অন্তর ভরা মধু
অবিরত সেবা সাধন নিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

গুরুজনদের ভোজনের শেষে অতিথি ভিখারী তুষি'
ছেলেপুলেগুলি নাওয়ায়ে ধোওয়ায়ে খাওয়ায়ে করিয়া খুশী,
পাতের ভাতে কে ক্ষুধা করি দূর এঁটোকাঁটা খুঁটে তুলি
হাঁস-ঝটপট খিড়কির ঘাটে ধোয় ঘটীবাটী গুলি ?
সূঁচ সূতা লয়ে সারি' শত কাজ, কতকাজ ঝাঁটপাটে
পাড়ার মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে চলে কে দীঘির ঘাটে ?
গৃহ পারাবতে আহারে তুষিয়া খোঁপে খোঁপে কেবা থুয়ে
সাঁজ দীপগুলি তেলসলিতায় রেখে দেয় মুছে ধুয়ে।
লজ্জাসরম সজ্জা পরম, অন্তর ভরা মধু
অবিরত সেবা সাধনামগনা এ যে গো পল্লীবধূ।

সাঁজের বাতিটি জ্বালিয়া তাহায় বাঁচায়ে আঁচল আড়ে
তুলসীর মূলে দেবের দোউলে ঘুরে কে গো দ্বারে দ্বারে ?
উপকথা বলি খেয়ে চুম, গেয়ে ঘুমপাড়ানিয়া গান,
কোলের কুলায়ে আনে কে থামায়ে শিশুদের কলতান ?
শ্বশুরশ্বশ্রূপদ সেবা করি লভি শুভাশিস্ শিরে
সবার ভোজন শয়ন অন্তে চলে কে শুইতে ধীরে ?
শ্রান্ত শয়নে সেবারতা কেবা কান্তের পাদ মূলে
ক্লান্ত নয়নে গভীর নিশীথে ঘুমঘোরে পড়ে ঢুলে ?
লজ্জাসরম সজ্জাপরম, অন্তর ভরা মধু
অবিরত সেবা সাধনা নিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

উচ্চ হাসিটি শোনে নাই কেহ, নাই রাগ অভিমান,
আঁখি পুট তলে নয়নের জলে সব ব্যথা অবসান।

গৃহ কোণে সদা শুভদা বরদা কেহ না জানিতে পায়,
কুটীরে কুটীরে লক্ষ্মী অচলা, তবু রটে গোটা গাঁয়।
কল্যাণ জপে মৌন মহিমা অবগুণ্ঠন তলে,
ননদীর গালি তাড়নায় তার ধ্যান গরিমা না টলে,
গৃহকাজে কর হয়েছে কঠোর ক্ষয় হয়ে গেছে শাঁখা।
হলুদ কাজলে সিঁদূর তৈলে সতীর মহিমা মাখা।
লজ্জা সরম সজ্জা পরম, অন্তর ভরা মধু
অবিরত সেবা সাধন নিরতা বঙ্গ-পল্লীবধূ।

কৃষাণীর ব্যথা

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া ?
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাঁইটুকু নাই আর
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে লুটে পড়ে
পালঙের শীষে শাকের চাকড়া আগাগোড়া গেছে ভরে
সন্ধ্যামনিতে আলো হয়ে আছে সারা আঙিনাটি ঐ
আজ সংসারে সবি ভরপূর, হেনদিনে তুমি কই ?

দুবেলা পাওনি পেটভরে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেগে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি।

পর্ণপুট.

দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত
মাঠে মাঠে ঘুরে কন্‌কনে জাড়ে করেছ পরাণপাত।
সাঁঝের বেলায় হেঁটে হুটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে
রাত্রির শেষ না হতে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

খাজনার লাগি জমিদার বাড়ী সহেছ যাতনা কত
মহাজন, দেনা সুদের লাগিয়া গঞ্জনা দেছে শত।
চুপ করে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটীহাত জোড় করে'
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধরে' পড়ে'
রোগে পড়ে' থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জ্বালা
ক্ষুধায় কাঁদিয়া করেছে ছেলেরা কানদুটো ঝালাপালা।
যাতনা দুঃখ কতনা সয়েছ কথাটি ছিল না মুখে
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরিবে সোণার সুখে।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার নাহি মোর কোন কাজ
এ ঘর দুয়ারে পড়েনিক ঝাঁট জ্বলেনি এখনো সাঁজ।
চালের বাতায় ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে
উঠিতে বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
ঐখানে আহা পীঁড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি,
ঝুলিতেছে ঐ লাঠি, চোঙ, মই, মাথালী, তালের ছাতি।
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হতে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে তোমা বাঁধি।

তেমনি পড়েগো কাল' ছায়া ঐ ভরিয়া বকুল তল
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল।

সাঁঝে ভোরে সেই পাখীগুলো ডাকে প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা রয়ে যায় ঘরে।
পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায় জ্বলেনা দুপুরে চুলো,
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই মনটা হয়েছে ভুলো।
মালতী তোমার ফিরিয়া এসেছে শ্বশুরের ঘর থেকে
খোকা যে তোমার হাঁটিতে শিখেছে, একবার যাও দেখে।

এত সব ফেলি জন্মের মত চলে যাওয়া কিগো সাজে ?
তবে কিগো তুমি প্রবাস গিয়েছ আমাদেরি কোন কাজে ?
বাবুদের আর গদাই পালের অত্যাচারের ভয়ে
চলে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না বলে কয়ে ?
তাই যদি হয় ফিরে এস তুমি, তোমারে সঙ্গে পেলে
খোকারে লইয়া পলাইয়া যাই বাড়ীঘর সব ফেলে।
ভিক্ষা মাগিব কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী
আঁচলের গিঁঠে বাঁধিয়া রাখিব, তিলেক দিব না ছাড়ি।

কৃষকের ব্যথা

এমন করে, কেমন করে আঁধার ঘরে আর
তোমায় ছেড়ে রইব আমি নিয়ে তোমারি ভার ?
দুয়ারে নাই জলের ছড়া—উঠানে নাই ঝাঁট
বিহানে আর গোয়াল ঘরে করে না কেউ পাট।

গাইয়ের দুধ শুকায় বাঁটে হয়না আজি দোয়া
খামার ক্ষেতে তোমার ধান খড় যে যায় খোয়া।
গোয়ালে নাই সাঁজাল ধোঁয়া, পড়েনা ঘরে সাঁঝ
মাদুর পেতে কে দেখে ? শুই গামছা পেতে আজ।
বারেক ফিরে এসে
লক্ষ্মী মোর লহগো ভার তোমার ঘরে, হেসে।

একটী বাছা কাঁধে যে কাঁদে আরটি রয় কাঁখে,
তিলেক পিছু ছাড়েনা খুকী, মাঠেও সাথে থাকে।
ক্ষেতের ধারে খোকাটি হায় নালায় গড়াগড়ি,
সকল কাজে অবুঝ মেয়ে ঘাড়েই রয় পড়ি।
টোকায় করি বিহানে তারা পায়না মুড়ি লাড়ু
নাইক নাওয়া সময়ে খাওয়া, ঘুমটি নাহি কারু।
দুপুর রাতে উপুর হয়ে কাঁদিয়া তোমা চায়,
উদুম গায়ে কাঁপে যে জাড়ে দোলাই নাহি পায়,
বারেক ফিরে এসে
তোমার ছেলে লওগো কোলে বদন চুমি' হেসে।

জমিতে আ'ল বাঁধিতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেও আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা বলি।
বাড়ীতে ফিরে জিরানো নাই, চড়াতে হয় হাঁড়ী,
যে-কাজ শুধু তোমারে সাজে আমি কি তাহা পারি ?

হারাই হুস্ হেঁসেল ঘরে কিছু না খুঁজে পাই
ফেনে যে ঢালি নুনের সরা, ডা'লে যে ঢালি ছাই
বারেক ফিরে এসে
হলুদপোছা শাড়ীটি পরি হাতাটি ধরো হেসে।

শান্তিপুরে তোমার ডুরে আঁকড়ি চাপি ধরি।
চোখের জলে এ-বুক ভাসে মেঝেয় রই পড়ি।
কাহারে আজ পরায়ে দেব সে আটবেঁকী গোট
যার লাগিয়ে আর-ফাগুনে ধরিয়াছিলে খোট।
মনে যে আসে রোগের মাঝে সকল-সহা মুখ
পায়ের-ধূলো-মাথায়-লওয়া, গুম্‌রে উঠে বুক।
বাদলে ভিজে হাঁটিয়াছিলে উঠানে মোর লাগি
ফুটিয়া আছে পায়ের দাগ গোলার পাশে জাগি।
বারেক ফিরে এসে
আল্‌তা পরে মুখটি মেজে খোপাটি বাঁধো হেসে।

কুড়ানী

কুয়াশায় ভরা পোষের বিষম হাড়্‌কন্‌কনে জাড়ে,
রহিম চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একবারে,
চটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে
মাঠপানে যাই কুড়াইতে ধান ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।

ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে খুঁটে তুলি ধান
গোটা শীষ যদি দেখি ভূঁয়ে পড়ে উথলিয়া ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটি-আঁটি বোঝা-বোঝা।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি
যেটি ভূঁয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি'।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জরজর পা-দুটো গিয়াছে ফাটি
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল মাঠের কুচল মাটি ?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুর-চুর, ভরে' যায় মোর ঝোলা
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা ? কুড়ানী বাঁধিবে গোলা।'

শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নাই ধান, ধূ ধূ করে সারামাঠ,
মর মর করে শুকনো পাতায় গাছতলা পথ ঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়ি লই কাঁখে
শুক্‌না পাতায় উঠানে আমার ঠাঁইটুকু নাহি থাকে।
দুপুরে গোবর ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে
বাজে কথা কয়ে' ঘুরি ফিরি গোরু বাছুরের কাছে কাছে।
বিকালে বেরুই কুড়াইতে কাঠ বনে বনে ঘাটে মাঠে
পড়্‌সীরা কয় 'ধন্যি কুড়ুনী—সারাদিনটাই খাটে।'

বাদলা লাগিলে পথে ঘাটে কাদা, নিভে আসে খরতাপ
তালের পাতায় বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠখড়ি কিছু মিলেনা কোথাও জ্বলেনা কাহারো আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি ঝাঁকা।

নালীর জলেতে জালিটি পাতিয়া বসে' থাকি আমি ঠায়
চুনো পুঁটী দুটী আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে'
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে আনি ঝুড়ি ক'রে'।
নালাটি শুকায়, কাঁকড়া লুকায়, মাছ চুঁড়ে মরা মিছে
শুগ্‌লি শামুক কুড়ায়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ হাঁ করে' আসে ছুটে
মোর ভোগে তাই লোকে যা' না ছোঁয়, নিতে হয় খুঁজে খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি পূরিয়া হইয়াছি এত বড়।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে আছে, বাপ-মরা মনে নাই
ঘরটি পুড়িলে পাড়াপড়সীরা দেয়নিক কেহ ঠাঁই।
কাঁচা আ'লে কারো দেই না পা ভুলে, পাকা ধানে কারো মই
চাকরী করিনা ভিখ্‌ও মাগিনা এমনি কারয়া রই।
অনেক বকেছি কুড়ানী বলিয়া ডেকনাক মিছে পিছু
মাঠেতে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে চুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

হা-ঘরে

হা-ঘরে ঐ ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে করে' গৃহস্থালী
জীবনজোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটী ডালি,—
কোলের ছেলে সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি মাটীর থালা
ডুগডুগি আর তেলের চোঙা সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।

আকাশ তাহার ঘরের চালা রবি শশীর আলোকজ্বলা
মাঠ-মরু তার বাড়ীর উঠান প্রমোদভবন গাছের তলা।
ঝোঁপের ভিতর জন্ম তাহার পান করে জল দীঘির ঘাটে
সেই খানে তার রাতের ডেরা যথায় রবি বসেন পাটে।
কোনো রাজার নয়ক প্রজা দীনদুনিয়ার মালিক বিনে
মুখ চেয়ে সে রয়না কারো থাকে না সে কারো ঋণে।

সকল বাঁধনহারা সে যে জানেনাক সমাজ রীতি
জীবন পথে লক্ষ্যহারা,—মানেনাক স্বাস্থ্যনীতি।
আজকেরই তার মাত্র পুঁজি কালকেরো নাই ভাবনা তবু
ঝঞ্ঝাবাদল ভায়ের মতন জড় জগতের যেন প্রভু।
যায়না কোনো সদাব্রতে যায়না ধনীর দেউড়ি ঘরে
তরুতলের অতিথ গাঁয়ে তাও শুধু এক তিথির তরে।
একটী দিবস গাছের ডালে ঝোলে তাহার ভাতের হাঁড়ী
গাঁয়ের ছেলে দেখ্‌তে জমে একটি দিনের তাহার বাড়ী।
ভালুক তাহার হুকুম পেলে কোঁ কোঁ করে জরটি আনে
সাপটি ফণা নত করে' লুকায় ঝাঁপির মধ্যখানে।

জানেনাক ভিক্ষা মাগা চাকরি চুরি প্রবঞ্চনা
প্রাণের অভাব সব চুকে যায় পেলে পরে একটী কণা।
জীবিকা তার সাপ খেলানো নানান রকম বাজীর খেলা
মনে পড়ায় বাজীর ছলে বিশ্ববাজিকরের মেলা।

কোনো শাসন রুক্ষনয়ন পারেনিক বাঁধতে তারে
সকল আইন হৃদ্দ হ'য়ে বন্দী হলো তাহার দ্বারে।
সহচরের পতন হেরি থামেনাক যাত্রাপথে
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে স্বর্গে অটল চরণ রথে।

মানসী-প্রতিমা

মাধুরী জাগি মঞ্জরিয়া রচিল তনুলতিকা
পুঞ্জীভূত কুঞ্জশোভা নয়ানে,
উঠিল প্রেম গুঞ্জরিয়া লইয়া মধু গীতিকা—
ফুটিল হয়ে মঞ্জুভাষা বয়ানে।
বিনয়, চারু চরণ হ'য়ে লুটিছে চুমি ধরণী—
ফুটিছে ভূমিকমলে কোন্ মায়াতে
শান্তি কেশকলাপ হ'য়ে দুলিছে বনবরণী
শরণ মাগে নিখিল তার ছায়াতে।
রুচির শুচি পুণ্যরুচি দুগ্ধ ফেন উথলি,
ভাতিছে বিধুবদনে স্মিত হসনে
লাজ শোণিমা অধর রূপে বিম্বরাগে উজলি,
সুষমা রচে কুন্দসিত দশনে।
শুভ বাসনা লাক্ষাক্ষীরে লভিয়া সিত-শোণিমা
কপোলরূপে শিহরে কিবা পুলকে।
সরল শিব সমুদারতা বহিয়া গুণ গরিমা
জাগে ললিত বিধুললাট ফলকে।

দৃঢ়তা রাজে নাসিকা হয়ে, ধীরতা হলো রসনা
শীলতা জাগি ভ্রূলতা হয়ে বিলসে,
হুংকার হয়ে, নয়নবারি দূরিয়া, সেবা সাধনা
ভুবন মাঝে জীবন সুধা বরষে।
লোচন দুটি হইয়া ফুটি করুণা, ছলছলিয়া
তাপিত জনে স্নাপিছে সুধা বিলায়ে
ঋজুতা চারু চিবুক হয়ে রয়েছে ঢল ঢলিয়া
সৌম শম কণ্ঠে আছে মিলায়ে।
মঙ্গল শ্রী-অঙ্গ ভরি, ভঙ্গি হয়ে ভূষিয়া
প্রসাদভরা মাধুরী ধারা বিতরে
স্বর্গ তব সত্তা হ'য়ে তোমাতে আছে মিশিয়া
পীযূষপ্রেমানন্দ ভরে নত রে।
চিৎকুসুমসুষমা দিয়ে গঠিল শত সতীমা
শতেক দলে তোমার হৃৎ কমলে
সকল শুভ পাবন-গুণ- মিলনে নব প্রতিমা,
বিধিমানসগ্রহিতা অয়ি অমলে।
তোমারি সেবা পূজার যাগে সুকৃতি নিতি আহরি,
কুসুম ধূপ, যোগায় সুখ বেদনা,
তোমারি প্রেমকল্পবনে বিহরি তপ আচরি',
দেবতা অয়ি আমার ধ্রুবসাধনা।

বধূ-বরণ

কনককুম্ভ ভরি আনো তুমি সতীতীর্থের জলে,
মণিমঞ্জুষা ভরি আনো দেবি অধিবাসমঙ্গলে।
তুলসীর লাগি আনো দীপমালা, অশথের ঝারানীর
গোধনের তরে নীবার শষ্প দেবশিলা লাগি ক্ষীর।
অরুন্ধতীর প্রসাদী পুণ্যে ভরিয়া সেবার থালা,
তমসাতীরের তপোবনফুলে সাজাও পূজার ডালা।
বটতরুমূলজড়িত দেউলে আরতি বাজেনা হায়,
জাগ্রত কর নবকলেবরে নিদ্রিত দেবতায়।

অয়ি শুচিশীলে, চম্পকবনে তুলসীলতার মত
লৌহবলয়ে করহ পাবন কাঞ্চনভূষা যত।
সতী রমণীর অনুমরণের চিতানল শিখা সম
সীঁথিভরা আনো সিন্দূরজ্যোতি বিদূরি দুরিততমঃ।
শত জনমের শুভমিলনের শতেক শুভ্রসূতা
শাঁখার আকারে বেড়ি লও করে হে দেবি যজ্ঞাহুতা।
দেহে শোভে হেমে—রমার গরিমা, শঙ্খে বাণীর ভাতি
গেহে লভে যেন কমলা ভারতী দীপারতি দিবারাতি

অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠার মাঝে তেজের মহিমা রাখ'
হাসি দিয়া শত গৃহকর্ম্মের ক্লান্তিবেদনা ঢাক'।
দিনের সাধনা ফুটায়ে তুলিও যশের গন্ধে ভরা
কথাগুলি যেন তোমার বলিয়া মধুরসে যায় ধরা।

চরণপরশে ভবনাঙ্গন কর পঙ্কজময়,
সুরভি পরাগ হউক, তাহার ধূলি কঙ্করচয়।
বিতর কাতর আতুরে শান্তি তুষিয়া ভিখারীদলে
লোকে কয় যেন "গোলোক তেয়াগি এসেছেগো কোন ছলে

কুসুম-শয়ন

আজি সখি, আমাদের কুসুম শয়ন।
মধুগন্ধে ভরপূর বায়ু বহে ফুর-ফুর,
হিয়া দুটি দুর-দুর, অলস নয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন ॥
আজি যেন সৃষ্টিছাড়া, সর্ব্ববাধা বন্ধহারা,
রসাবেশে মাতোয়ারা এলায়িত তনু,
ভুলি সব দুখ জ্বালা চৌদিকের ঝালাপালা
অলির শিঞ্জিনী দিয়া রচ' ফুলধনু।
কাঁটা যদি রহে ফুলে ব্যথা তার যাও ভুলে
কাননে কাঙাল করি করলো চয়ন।
আজি প্রিয়ে আমাদের কুসুম শয়ন ॥

এ নিশীথে রঙ্গভরে জ্যোছনা তরঙ্গপরে
কুসুম-তরীতে দোঁহে হরিষে আরোহি'
কল্পসুষমার দেশে চল সখি যাই ভেসে
অনুসরি' মন্দারের গন্ধ মনোমোহী।

আফিম ফুলের চুম লভিয়া ঘনাবে ঘুম
পরীরা পাখার বায়ে উড়াবে অলক,
বুলায়ে শিরীষ ফুল, ভুলাবে তন্দ্রার ভুল,
নয়ন পলাশে পুনঃ জাগাবে পলক।
বকুলমালিকা টুটি ঢুলে রবে শির ছুটী
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন॥

মানস কুমুদবনে চলে যাবো সন্তরণে,
সোমকান্তমণিস্বিন্ন সলিল সায়রে
তীরে পাপিয়ার স্বরে চন্দ্রমল্লী যাবে ঝরে
বউকথা-কও গাবে সুরভি বায়রে।
হেসে হেসে কুটি-কুটি তারাকুঞ্জে লুটোপুটি
বিধুপরিবেশ' পরি, পড়িব গড়ায়ে,
পুষ্পাসবফেনময় হবে পাত্র বিনিময়,
আকাশ কুসুম দিব ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
ত্যজি ধরণীর সাজ এস সখি এস আজ
মুকুলদুকূল দিব করিয়া বয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন॥

বালিকাবধূ

আমার বালিকা-বধূ
অঞ্চলভরা সৌরভ তার অন্তরভরা মধু।
ফুটেছে শুভ্র যুথীর মতন,
মৌন মধুর সৌম্য শোভন
আলোকে নীহারে নোলক মুকুতা টুল টুল করে বায়।
নীপের মতন নাহি শিহরণ
নহেক উগ্র চম্পা যেমন
বকুলের মত ব্যগ্র অধীর করেনাক মদিরায়।
আমার বালিকা-বধূ
অঞ্চলভরা পরিমল তার, অন্তরভরা মধু।

বালিকা সখীটি মম
সঙ্কোচমুঠি তার কর দুটী পঙ্কজ কলিসম।
ললিত লতিকা লজ্জারোচনা
ঢল ঢল নীল কুসুমলোচনা..
পেশল তরল তনিমা ভরিয়া সরল গরিমা ভায়।
সে যে চির-অবলম্বনশীলা
জানেনাক ছল কৌশল লীলা;
তরুর শাখাটি জড়ায়ে লতায়ে ঘুমায়ে পড়িতে চায়।
আমার বালিকা জায়া,
কঙ্কণপরা করদুটী তার পঙ্কজময়ী কায়া।

বালিকা কান্তা মোর,—
শুভ্ররুচির অন্তর বেলা, শুচি তার আঁখিলোর।
নব নিদাঘের ভাগীরথী সমা
বহিয়া নিভৃতে মায়া দয়া ক্ষমা,
শুভ সংসারসৈকতে শোভে পুণ্যের মহিমায়।
নাহি উদ্বেল আবিল প্লাবন,
শীতল শান্ত স্বচ্ছ জীবন
ধীরি ধীরি যেন কুলু কুলু বয় ঝিরি ঝিরি মলয়ায়।
দরদী দয়িতা মোর,
লসিত রুচির হসিত তাহার, শুচি তার আঁখিলোর।

আমার বালিকা প্রিয়া
কণ্ঠ তাহার তুষে জনে জনে পোষ মানে তার হিয়া।
শারিকার মত নহে সে মুখরা,
কোকিলার মত সে নহে প্রখরা,
ময়ূরীর মত রূপগৌরবে টলে' টলে' নাহি যায়।
সে যে মোর শ্যামা বনের পাখিটি
কানে দেয় শিস্ প্রাণে দেয় শিটি,
চায় এ হৃদয়কুলায়নিলয়ে লুকাইতে আপনায়।
আমার বালিকা প্রিয়া—
কণ্ঠ তাহার বণ্টে অমিয়া, পোষ মানে তার হিয়া।

প্রত্যাবর্ত্তন

তোমার সাথে মিল্‌তে হেথাও কিশোরী, তোমার তরে
আবার আমি এলাম ফিরে ছেলে বেলার খেলার ঘরে।
কথায় কথায় মান অভিমান,
অল্পেতে বয় দুই চোখে বান
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলি তেমনি আবার লীলা ভরে
কাজের বোঝা হাল্‌কা হ'লো আবার তোমার খেলা ঘরে।

যৌবনের এই শৈলপথে বছর দশেক এসে নামি
ধুলাখেলায় হেলাফেলায় তোমার পাশে গেলাম থামি।
অভিজ্ঞতার গুল্মবাধা
জটিলতার গোলক ধাঁধাঁ,
বিদ্যাজ্ঞানের আলোকলতার বাঁধন ছিঁড়ে কেটে আমি
তোমায় লয়ে খেলতে প্রিয়ে বছর দশেক এলাম নামি।

সুখের স্বপন ফিরল আঁখে জুড়াইল সকল জ্বালা,
দোলাইলে আমার গলে আবার কুমুদ-মৃণাল মালা,
কুণ্ঠাদ্বিধা চিন্তাবিহীন
সরল মধুর ফিরল সে দিন,
পিছন হতে চোখ টিপে মোর ধরলে যেদিন চপল বালা
আবার কিশোর-কোকনদে ভরল সফল জীবন ডালা।

প্রতীক্ষায়

অই মৃদু চরণের ধ্বনি
পঞ্জরের সোপানে সোপানে,
চমকিত পরশন দিয়ে
মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চন আনে,
দুরু দুরু মনোমঞ্চে লাস্যলীলা হর্ষসমাকুল,
আর নহে ভুল।

ঝরোখার ফাঁক দিয়ে অই
যে আলোক আসিল ঝলকি'
অন্তরের গোপন গুহাও
চপলায় তুলিল চমকি।
উৎকণ্ঠার নাট্যশালা অকস্মাৎ হলো আলোময়,
একি ভ্রান্তি হয়?

রুনুঝুনু প্রাণে অনুরণে
প্রাঙ্গণের ভূষণশিঞ্জন,
বাজাবে চাবির রিঙ ঠিক
এমনিটি বিশ্বে কোন্ জন?
শ্রুতিমূলে ঐক্যতানে বাজে বেণু মন্দিরা সেতার।
নিশ্চয় এবার।

দ্বারহৃদি কর পরশনে
মুকতির ছেড়েছে নিশ্বাস,
জড়গৃহ উঠিছে শিহরি
কেন আর না করি বিশ্বাস ?
সরিল অলোক করে যবনিকা—রঙীন কল্পনা।
এ নহে বঞ্চনা।

প্রথম বিরহ

শূন্য এ গৃহ আজ
শয্যা আজিকে হয়নিক তোলা, পড়ে আছে গৃহকাজ।
কুন্তলবনসৌরভে তব এখনো এ গৃহ ভরা,
জাগিছে তৈল আল্‌তায় তব দেওয়াল চিত্র করা।
সিঁদুর টীপের কৌটা আরসী সব খোলা আছে পড়ি,
চুলের দড়িটি চিরুনী তোমার ভূঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
তব পদরেখা আঁকা
এ আঙনে প্রতি অণুকণাতেই তুমি রহিয়াছ মাখা।

আজি তুমি গৃহে নাই,
পায়ের শব্দ শুনিলে তবুও চমকি ফিরিয়া চাই,
দূরে রুনঝুনি শুনি শুনি যেন চারি দিকে তোমা খুঁজি
মনে হয় সবি এলোমেলো হেরি এখনি ফিরিবে বুঝি।

জড়ের অঙ্গে এমন করিয়া জীবন সঁপিয়া গেলে,
আমারি সঙ্গে শ্বসিয়া শ্বসিয়া তারাও অশ্রু ফেলে।
কেমনে বল গো রই
তোমার চরণচিহ্নে পাবন এ ভবনে তোমা বই ?

তব স্মৃতি গৃহময়,
গৃহ ছাড়ি তাই, বাহিরেও আরো মন টিকে নাহি রয়
আজি মনে হয় কত অবসর বৃথায় গিয়াছে চলি,
বলা হয় নাই কত কথা হায় করিয়াছি বলি-বলি।
কপোতকূজনে গৃহখানি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে,
হুহু করে' উঠে ধুধু মনোমরু ঘুঘু যত ডাকে ছাদে,
গৃহের লক্ষ্মী মম !
এ গৃহ পূজার পরদিনে যেন ব্যথিত দেউল সম।

কিশোরী প্রিয়া

আমার কিশোরী প্রিয়া পলিত ধরারে যেন
করেছে কিশোরী।
উল্লাসে সে আজি যত অবসন্ন জরাব্যথা
গিয়াছে পাশরি।
অঙ্গের মাধুরী অঙ্গে হাসে রঙ্গে শাপমুক্তা
কুব্জার মতন।

সবি যেন রাঙা-রাঙা কচি-কুচি ঢল-ঢল
পেলব চিকন।
রোমাঞ্চে সুরভিশ্বাসে শ্যামাঞ্চল জড়াইয়া
জাগিল পাষাণ,
আমার জীবনধারা বন্যায় উথলি উঠি
বহিল উজান।
নবীন আলোকে হেরি জড়তা জীর্ণতা, নব
লাবণ্যে মঞ্জুল,
একগাল হাসি হেসে পরি টিপ ধরা যেন
বাঁধিয়াছে চুল।
কৈশোরের বেণুবীণে ভৈরবী বোধন, শুভ
বিভাসী মূর্চ্ছনা,
জাগা'ল পূজার অর্ঘ্যে বনগিরি প্রান্তরের
অন্তর ব্যঞ্জনা।
চললাস্যে কলহাস্যে ভরে' গেল, বিশ্বময়
তটিনী কানন,
নয়নে ঘনা'ল নব উষার আলোক, যেন
মদির স্বপন।
সহসা জীবন-লক্ষ্মী জাগাছিল দিশি দিশি
মুকুল যৌবন
পিপাসিত রসাবেশে বেপথু পুলকে আজি
ভরিল জীবন।

নেমে এসে প্রেমে গিরি-প্রকৃতি মালিকা করে
সীমন্তে সিঁদুর
আজি যেন মোর পাশে দাঁড়ায়েছে সালঙ্কারা
হাসিয়া মধুর।

বয়ঃসন্ধি

কৈশোরকোরক হতে সহসা কখন
যৌবনের শ্রীসম্পদে হলে বিকশিত,
কবে গেল পলাশের কুণ্ঠিত কুঞ্চন
সর্ব্ব অঙ্গ কণ্টকিয়া হলো হরষিত?
হৃদয় গহনে তব, পুষ্পধনু ধরি,
সহসা পশিল কবে প্রথম নিষাদ?
তুলিল তুমুল রোল তপোবন ভরি'
একসঙ্গে বিহঙ্গেরা ঘোষিল সংবাদ।
কুসুমের বক্ষে কবে গূঢ় কক্ষতলে
ফলের সূচনা হলো পরাগের দলে?

রহি ইন্দ্রায়ুধপুরে জানিনা কখন
বর্ণ হতে বর্ণান্তরে করেছ প্রয়াণ।
সুসম্বৃত হয়ে এলো তনুর বসন
সংযত হইয়া এলো কলহাস্যতান।

চরণের চপলতা কোন্ শুভক্ষণে
হরণ করিল আঁখি, পারিনি ধরিতে,
দোদুল বিতান কবে উন্মদ পবনে
মঞ্জুল বর্ত্তুল হলো হৃদয় তরীতে ?
পীন হলো কবে ক্ষীণ, ধনী হলো, দীন
একতারা কবে হলো সাততারা বীণ ?

বুঝি সে ফাগুন রাতি, দক্ষিণ সমীরে
উড়িয়া পড়িয়াছিল বক্ষের অঞ্চল,
নবনৃপ রাজ্যে তব প্রবেশিল ধীরে
কৈশোরের সিংহাসন যাহে টলমল ;
বিনা রণে গেল তার কবচ কৃপাণ
সশঙ্ক প্রকৃতিবর্গ দাঁড়াল সরিয়া।
অন্তঃপুরে সঙ্কুচিতা করিল প্রয়াণ
কৈশোরসজনী যত গুণ্ঠন পরিয়া।
ধরিতে নারিনু আমি, চোরের মতন
মর্ম্মের সুড়ঙ্গ পথে পশিল যৌবন !

যে দিন কৈশোর তব লইল বিদায়
চিত্তরাজ্যে দৃশ্য আহা হইল কেমন ?
উঠিল কি হাহাকার বিরহ ব্যথায়
শ্যামহারা বৃন্দাবন বিধুর যেমন !
সেদিন কি নেত্রে তব ফুটেছিল জল ?
উরস কি হয়েছিল শ্বাস-দুরুদুরু ?

রচিতে রচিতে নব বরণমঙ্গল
সুখে দুখে হতেছিল মন উড়ু উড়ু ?
জানি না কখন কবে কৈশোরের মধু
যৌবনের সীধু হলো, অয়ি প্রাণবধূ।

পাহাড়িয়া প্রিয়া

ও গো পাহাড়িয়া প্রিয়া.
হেথায় গৃহের কুঞ্জে কি দিয়ে তুষিব তোমার হিয়া ?
কোথা বীরতরু নিচুল নমেরু দেবদারু চারু নীপ ?
পলাশশ্রীর ললাটের পরে কোথা সে চাঁদের টিপ
শিরীষবালার অলক দুলায়ে পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতিয়া মাতিয়া মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈলসোপানে এলায়না তার বেণী
কোথা দিগন্তে তরঙ্গায়িত গিরি 'পর গিরিশ্রেণী ?
হেথা শিলাজতু গলায়ে ঝরেনা গেরুয়া উৎসবারি।
সিকতাহৃদয় বিদারি এখানে ভরেনাক কেহ ঝারি,
কোথায় উদার অবাধ জীবন অদ্রিব পাদমূলে !
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি গিরিনদী কূলে কূলে ?
ও গো পাহাড়িয়া প্রিয়া
হেথায় ভবন-অঙ্গনে তব কি দিয়ে তুষিব হিয়া ?

ও গো পাহাড়িয়া বালা,
বল্লীবলয় ভুজে তব, গলে কূটমল্লিকা মালা।
প্রকৃতি হেথায় কল্যাণীরূপে বেঁধেছে কুটীরখানি
আলিপনাআঁকা আঙিনার তলে এস গিরিবনরাণী
শতেক বাঁধনে জড়ায়ে হেথায় গৃহকাজ বেড়ি রবে
সংসার-গেহ-স্নেহছায়াতলে তুষ্টি লভিতে হবে।
ফুলপল্লব-ভূষণ তেয়াগি ভবন ভূষণ পর’
টান’ শির’ পরে লাজ গুণ্ঠন, শঙ্খবলয় ধর।
আঁক সীমন্তে সিন্দূর-লেখা বাঁধ কুন্তল রাশি
হোক্ অচপল চরণযুগল, সংযত হোক্ হাসি।
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা কুঞ্জবনের পাখী,
হরিণ নয়নে ঘেরিয়া বেড়িল শতেক মানব-আঁখি।
ও গো পাহাড়িয়া বধূ
সজীব পর্ণপুটে আনো বনপ্রকৃতিহৃদয়মধু।

মুগ্ধ আবাহন

ওগো—মহুয়াবনের সাকী,
এস—মুখমদিরায় মুকুলে মধুপে মাতায়ে বকুল শাখী।
কপোল-পিয়ালা ঢল ঢল ভায়
গোলাপী সরাব টল টল তায়,
তব ভুল-ভুলে আঙুর-আঙুলে মুদাও আমার আঁখি।

ওগো—বারুণীপুরীর সাকী।
তব রূপসীধু পিয়ে পিয়ে প্রিয়া
রভসে অবশ হোক মম হিয়া,
তব প্রেমনবদ্রাক্ষা কুঞ্জে ঢ'লে পড়ে যেন থাকি।
এস—দ্রাক্ষা বনের সাকী।

ওগো—শৈলকূটের রাণী
আনো ও বাহুর অটল অটুট শিলার নিগড় খানি।
পাষাণি, উরস পাষাণ কারায়
চন্দনশীত উৎস ধারায়
বন্দী যেন গো আপনা হারায়, না শুনে মুক্তি বাণী
ওগো—পাষাণ দেশের রাণী।
বীরবালা আজি রণ অবসান,
চরণে সঁপিনু কবচ কৃপাণ
বিদ্রোহী পায়ে পড়িছে লুটায়ে চির পরাজয় মানি,
ওগো—শৈলপুরীর রাণী।

ওগো—কাজল দেশের প্রিয়া,
এস খঞ্জন-আঁখির ভুরুর অঞ্জনলতা নিয়া।
দূর দিগন্ত, ঘনবন গিরি
চুঁয়ে কালদীঘি, কুহেলিকা চিরি,
নিচোলে চিকুরে উজল কাজল রাখিয়াছ সঞ্চিয়া

ওগো—অঞ্জনকেশা প্রিয়া,
আঁকলো ইন্দ্রনীলশলাকায়
রস-অঞ্জন আঁখির পাথায়,
স্বপনে ঢুলাও যাদুকরি, মায়া-অনুরঞ্জন দিয়া।
ওগো—নিকষ দেশের প্রিয়া।

ওগো—স্বপনপুরীর পরী,
এস লম্বিত ইন্দ্রধনুর মালিকা হস্তে ধরি'।
তারার কুসুম ছড়াতে ছড়াতে,
ছায়াপথ বেয়ে নামগো ধরাতে,
সোণার প্রদীপে জোনাকিঝিকমিকি পড়ে যাক্ ঝরি ঝরি
ওগো—স্বপ্নলোকের পরী,
লূতাজালরচা লঘুসঞ্চার
প্রজাপতিখচা দুটী পাখ্‌নার
ছায়ায় হাওয়ায় মোহন মায়ায় চেতনা লহগো হরি'।
ওগো—কল্পবনের পরী।

আত্মসমর্পণ

[হাফেজ হইতে]

বাঁধিতে হরিণহিয়া কোথা হতে এল প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস।
তোমার নয়ন ছায়ে স্বপনেরা গায়ে গায়ে
চেতনা হরিতে করে বাস॥

তোমার চাঁচর চুলে চমেলি ফুটিয়া উঠে,
আদীনপ্রবালগুলি ও রাঙা অধরে লুটে,
সুরার উজল শিখা শিরায় শোণিতে ছুটে,
মদালস তব মৃদুহাস।
শীতবায়ুচঞ্চল তব স্থূল অঞ্চল
বিতরিছে আতরের বাস॥

তোমার তোরণ তলে ধূসর ধূলির মাঝে
রবি শশী শির দুটী লুকাক্ লুটাক লাজে,
দিবস হউক ম্লান জ্যোছনা শ্যামায়মান
হোক্ রাঙা গোলাপ হতাশ।
মিছে আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি
কর তনুতনিমা প্রকাশ॥

তোমার পথের পরে পাতি দেই এই হিয়া,
তোমার চরণরেণু রুমালে মুছায়ে নিয়া,
তোমার কপোল কূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া
নিবারিবে মরুভূপিয়াস।
সকলি ঢালিয়া পায় দাস, বিনিময়ে চায়
প্রিয়ে তব বাহুনাগপাশ।

মুক্তি

(১)

এস সখি মুক্তিলোকে রুদ্ধ গৃহমাঝে
বাহিরে খুলিয়া যত সংসার শৃঙ্খল,
হেথা এস মুক্ত শ্লথ সুষমায় সাজে
বিগলিয়া কর্ম্মক্লান্ত যৌবন তরল।
এলায়ে গুণ্ঠিত কুণ্ঠা মুকুলিত লাজ
ফুটে উঠ কণ্ঠবৃন্তে চম্পার মতন।
রাখি উপাধান তলে সর্ব্ব ভূষা সাজ
পর' প্রেমকল্পতরুসঞ্জাত ভূষণ।
হেথা হেমসিকতায় মাণিক্য-সন্ধানে
মন্দাকিনীতটে খেলা রভসে হরষে
কভুবা অঙ্গের ভূষা রাখিয়া সোপানে
অবিশ্রান্ত জলকেলি অচ্ছোদ সরসে।
ইহ স্মৃতি হারাইয়ে, গৃহের নন্দনে
এস প্রিয়ে, লভ মুক্তি নিবিড় বন্ধনে

মুক্তি

(২)

উঠ সখি জাগ' জাগ' পোহায় রজনী
মৃদঙ্গে উঠিছে দূরে কুঞ্জভঙ্গগান।
ভোরের বৈরাগী পথে বাজায়ে খঞ্জনী
টহল গাহিয়া দিল চমকিয়ে প্রাণ।
নগ্ন সুষমার সুখ-স্বপ্নপুরী হ'তে
গৃহাঙ্গনে ফিরে এস, ওগো মায়াময়ি,
ভিড়াও মানসতরী কর্ম্মতটপথে
চমকি জাগিয়া উঠি অসম্বৃতা অয়ি।
ধীরে খোলো তনুঘেরা পরীর পালক,
এলায়িত যৌবনেরে বাঁধ চেতনায়,
মুছি তন্দ্রালস আঁখি, গুছায়ে অলক
আপনা সম্বরি তোল লাজরক্তিমায়।
ধীরে ফেলি পাদযুগ লাজসঙ্কুচিত
অলিন্দ অঙ্গন পুনঃ কর পঙ্কজিত।

অপরাধ কার

মিছে সখি ধরো অপরাধ।
না চাহি আপনা পানে মিছিমিছি অভিমানে
দোষ ধরি রোষ করি ঘটাও প্রমাদ।
জান নাকি, কোন দিন নহে অলি লোভহীন,
তপ আচরিতে সেত ঘুরেনাক বনে ?
মধু গন্ধে পুলকিয়া রূপভাতি ঝলকিয়া
কমল ফুটালে কেন অমল আননে ?
যেন পক্ক বিম্বফল রসভরা ঢল ঢল
কেন এত মনোহর অধররতন ?
শুকের কি উপবাস ? শুধু কি তৃষিত শ্বাস
ক্ষুধা যে জীবনধর্ম্ম তাহা কি নূতন ?
পড়িয়া জলের কাছে এ মীন কেমনে বাঁচে ?
সে কথা জানিয়া সখি কেন কর ছল ?
আঁখিপুটতটভরা শ্রান্তিজ্বালাক্লান্তিহরা
ঘনকৃষ্ণ শান্তিবারি কেন টল মল ?
এটা সখি কার ভুল ? চোঁয়ায়ে তারুণ্য ফুল
লাবণ্যে আনিলে কেন বারুণীর বান ?
যদি তায় অবশেষে এ মক্ষী যায়গো ভেসে
কেন দোষ ধর' ! তার কতটুকু প্রাণ ?

মিছে দুষ' প্রমত্ততা, কেন তব বাহুলতা
সাতপাকে জড়াইল এ তরুর গায় ?
হাসির জ্যোছনা রাশি বিশ্বভরি আসে ভাসি
চকোর বাঁচিবে সখি পলায়ে কোথায় ?
নিয়ত ঝঙ্কি্রয়মান বাণী, বীণাবেণু তান
মানস কুরঙ্গ সেত অবোধ সরল,
যদি কটাক্ষের শর ঝরে পুন তীর'পর
কেমনে এড়াবে বলো আঁখির গরল ?
পায়ে পায়ে যদি লুটে কেবল গোলাপ ফুটে
বুল বুল আঁখি মুদে বসিবে কি তপে ?
রূপের অনল যদি জ্বলে শুধু নিরবধি
পতঙ্গ কেমনে বাঁচে পরাণ না সঁপে' ?
দুর্ব্বল দীনের ঘরে এসব কিসের তরে ?
লিপ্সার অপ্সরোলীলা কেন অনুক্ষণ ?
পদে পদে অপরাধ নিতি যদি পরমাদ
তবে কেন অকুণ্ঠিত মুগ্ধ আয়োজন ?

ভূষণ

চেয়েছিলে ভূষণ, প্রিয়ে, ভূষণ সবি সঙ্গে আছে।
একে একে পরিয়ে দিলে তবে আমার প্রাণটা বাঁচে ॥
আজকে বুকের শোণিত দিয়ে
আলতা দিব পরাইয়ে
সোহাগে সই দুলিয়ে দেব চুমার নোলক নাকের কাছে ॥

রচিব হার একটী করে,
মেখলাটি, অন্তে পরে
তোমার কাণে প্রেমের গানে রচিব দুল নূতন ছাঁচে.
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর
বাজবে প্রিয়া ঝুমুর ঝুমুর
ভূষণ পরে দেখবে বয়ান আমার দুটী নয়ানকাচে ॥

সমস্যা

কাফী—সিন্ধু।

তোমায় কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি,
অঙ্গলতা গন্ধশোভায় আছেই সদা মুঞ্জরি।
আলতা কোথা পরবে তুমি ?
ধরণী ও চরণ চুমি,
ভরে উঠে ভুঁই-চাঁপাতে, ভ্রমর ছুটে গুঞ্জরি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

বিম্বাধরার বিম্বাধরে তাম্বুলরস সয় কি কেহ ?
অঙ্গরাগের ঠাঁইটি কোথা ? গুলেস্তাঁ যে-তোমার দেহ
হিরণ ক্ষোড়ে হবেই মাটী
হোক্‌না কাঁচা হোক্‌না খাঁটী
কুণ্ঠা লাজে কাঁকন চুড়ি কাঁদবে দিবা শর্ব্বরী।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

কাজল তুমি পরবে কোথা, সে কি তোমায় সাজবে ভালো ?
কাজল হ'তে উজল আরো যুগল ভুরু অনেক কালো।
চাঁচর চিকন চুলে তোমার
ঝাপটা সীঁথি মানায় কি আর ?
নারীর ভূষণ পরবে কি গো কল্পলোকের অপ্সরি ?
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

প্রেমের স্মৃতি

কিশোর কালের প্রণয়স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
জেগে উঠে যখন তখন, হিয়ার মাঝে সুপ্ত রয়।
পেয়রা গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
পায়রা গুলোর ঝাঁকে ঝাঁকে,
পল্লীপথের বাঁকে বাঁকে, বকবাতাবীর কুঞ্জবনে
পিউতানে, যুঁইশিউলিবাগে সে প্রেম জাগে গুঞ্জরণে।

কিশোর প্রাণের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
লতায় পাতায় পাড়ায় পথের যথায় তথায় গুপ্ত রয় ;
সাজ পুজুনীর শাঁখের ডাকে,
নোলক নাকে, চপল আঁখে,
লুকোচুরি খেলতে থাকে দীঘির বাঁধা ঘাটটি'পরে
ছুটাছুটি খেলা ধূলায় পাড়ার মাঠের বাটটি ভরে'।

ফুলে-আলো অশোকতলায় হোলীর দিনে রাসবাড়ীতে
পাথর পূজার পৌরহিত্যে, শিশুপাঠের মাষ্টারীতে,
পূজার দিনে আটচালাতে
দীপান্বিতার দীপ জ্বালাতে
সাঁজে ভোরে জলঢালাতে যে বীজ বুকে উপ্ত হয়,
অঙ্কুরিত রূপটি তাহার লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়।

বিফল আয়োজন

আজিকে হয়েছে ভগ্নশুষ্ক পূর্ণকুম্ভ দুটী,
দুয়ারের পাশে রম্ভাবৃক্ষ শুকায়ে পড়েছে লুটি।
এলেনা দেবতা মন্দির মাঝে,
বৃথা আয়োজন ব্যথা হয়ে বাজে,
ফুলমঞ্জরী তোরণ মাল্যে ঝলসি ঝরিছে টুটি।

কুঙ্কুম চুয়া চন্দনলেখা ম্লান হয়ে হলো মসী,
দহে মলো ধূপ পিয়াসে হুতাশে নিরাশায় শ্বসি' শ্বসি'।
শুভ যৌবনে শোভা সম্ভার
ভাবায় ভূষায় ষোড়শোপচার
বিফল হয়েছে দেবতা আমার, শিথিল অর্ঘ্যমুঠি।

বিরহতপের শেষ

সে দিন ফাল্গুনে যবে মদকল পিকরবে
অরণ্য জাগিল, ত্যজি' হেমন্ত-বাস,
রসাল মুকুল মূলে চম্পক বকুল ফুলে
ছুটিল কবীর কুন্তে মদিরা উচ্ছ্বাস।
সেদিন এলেনা বঁধু সুরভি কবরীমধু
গড়ায়ে পড়িল ঝরি ধরণীর বুকে,
বনশ্রীকপোল 'পরে বসন্তের বিম্বাধরে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে কিংশুকে।

তোমারি আশায় স্বামি খেলিনু এ অঙ্গে আমি
হোলীরঙ্গ দিবা যামী লাবণ্যের ফাগে,
যতনে জ্বালিনু দীপ পরিনু রতনটীপ
অধর করিনু রাঙা তাম্বুলের রাগে।
কুসুম শয়ন পাতি' জাগিনু জ্যোছনা রাতি
রাখিনু মালিকা গাঁথি নিচোল আঁচলে,
পল্লবিনী বল্লীসমা ফুল্লতনুমনোরমা
তরু আলিঙ্গন মাগি লুটিনু ভূতলে।
যৌবনের ভরাকূলে মাধুরীতরঙ্গ দুলে
তনু রোমাঞ্চিত কেলিকদম্বের প্রায়,
সেদিন এলেনা প্রিয়, দেহকান্তি কমনীয়
হয়ে নীল হলাহল দহিল আমায়।

অকস্মাৎ এলে যবে ভস্ম করি মনোভবে
পুন ধ্যাননিমীলিত রুদ্রের নয়ান
জীর্ণ পর্ণে মর্ম্মরিত বনহৃদি জর্জ্জরিত
ঝলসিয়া শুষ্ক শীর্ণ ধরার বয়ান।
অশ্রুসিক্ত ছিন্নবাস, ধূসরিত কেশপাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর রুক্ষ পক্ষজাল
যেন ধূ ধূ বালুকায় নিদাঘতটিনীপ্রায়
নাহি রসকান্তি, সার করোটি কঙ্কাল।
তোমার করুণা লাগি বিরহ যামিনী জাগি
অরুণ কোটরগত খঞ্জননয়ন।
আশাতৃষা রসাবেশ, ধূপায়িত, পাংশুশেষ,
অঙ্গার করেছে মর্ম্ম মুর্ম্মুর দহন।
সহসা আসিলে বঁধু, নাহি সুধা, নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন ভাষায় ভূষণে,
গৃহে নাহি দীপজ্বালা গাঁথা নাহি বনমালা
নাহি রসগন্ধডালা বরিব কেমনে?

* * *

বিরহ তপের শেষ, এস এস হৃদয়েশ,
এস নীলকণ্ঠ মোর, মন্মথমথন,
আজি ভস্ম সবি মম, দহনে উজ্জ্বল তম
শুধু হৃদে আছে প্রেম-হেম-সিংহাসন।

স্পর্শ

(উত্তর চরিত হইতে অনূদিত)

কে দিল ঢালিয়া হরিচন্দনপল্লবরস সঙ্গে
নিঙাড়ি ইন্দুকিরণাঙ্কুর মরি মরি মোর অঙ্গে।
কে দিল মানসপরিতর্পণ জীবনৌষধিবিত্ত?
সুধায় সিক্ত করিল তিক্ত তাপজর্জ্জর চিত্ত।
সঞ্জীবন এ পরিমোহন যে পুরাপরিচিত স্পর্শ,
অঙ্গে অঙ্গে প্রেমতরঙ্গে জাগায় নবীন হর্ষ।
সন্তাপজাত মূর্চ্ছা ঘুচায়ে পরমানন্দবন্যা,
বিবশ করিছে, আনি পুন নবজড়তা পুলকজন্যা।

দ্বন্দ্বলোপ

দুই হয়ে কিবা প্রয়োজন?
রাত্রি দিন ব্যবধান, বাঁধাবাঁধি সাবধান,
প্রচণ্ড প্রয়াসে শুধু আংশিক মিলন।
নয়নের বাতায়নে বসি শুধু দুই জনে
নিতি মিলিবার লাগি প্রাণপ্রসারণ!
দুইটী খাঁচায় থাকি ছট ফট দুটী পাখী
শুধু ব্যর্থ ডাকাডাকি চঞ্চু বিদারণ।
মাংস অস্থিপঞ্জরের রন্ধ্রহীন ভূধরের
গাত্রে প্রতিহত দুটী নদীর নর্ত্তন,
দুই হয়ে কিবা প্রয়োজন?

এক হলে বাঁচে দুটী প্রাণ।
দুই-ই তৃষা, দুই-ই জল   দাউ দাউ—টল মল
মৃগতৃষা জল জল সারা দিনমান।
দুটী প্রাণ ধারা লয়ে   এক মহানদী হয়ে
সকল ব্যাকুল জ্বালা করুক নির্ব্বাণ,
কল কল সুগভীর   আত্মানন্দোচ্ছল নীর
তনু তার তটসম হোক মজ্জমান।
মহাপ্রেম সিন্ধুপানে   ছুটুক অলক্ষ্য টানে
পূর্ণ চিদানন্দে হোক দ্বন্দ্ব অবসান।
এক হলে বাঁচে দুটী প্রাণ।

সম্পূর্ণতা

গগনে কোটি তারকা হয়ে তোমার পানে চাহিয়া রই,
পরাণ ভরি নিরখি কোটি নয়নে,
গহনে কোটি কোরক হয়ে স্ফুটনব্যথা নীরবে সই,
তোমার তরে রচিতে ফুলশয়নে।

অযুত নদীলহরী লয়ে চরণে লুটি তাথৈ—থই
চিকন চারু চিকুর হই ও শিরে।
তোমারি স্বেদ অপনোদনে মধু-পবনজীবন বই,
তনুতে অনুলেপন হই উশীরে।

অশ্রু হয়ে গণ্ডে ঢুলি, হাস্যে ফুটি আস্যে অই
পুলকে উঠি কণ্টকিয়া হরষে,
ঘুমালে তুমি স্বপন হয়ে জাগিয়া তোমা ঘেরিয়া লই
আবেশ মোহে মূরছি রই উরসে।

তোমার প্রতি অণুটি চাই,—ইহ জীবনে লভিনু কই?
শরীরী হয়ে তোমারে, সতি, লভি নি,
বাসনা তাই তনুটি তব ভূষিতে পুষ্প ভস্ম হই
মরিয়া লভি করিয়া তোমা যোগিনী।

কুণ্ঠিতা

তুমি জ্ঞানী গুণবান,
তব সখী হতে নাই যে শকতি তাই কাঁদে শুধুপ্রাণ।
আমি বুঝিনাক তোমার গরিমা বুঝিনে তোমার ভাষা,
বচনদৈন্যে বুঝাতে পারি না হৃদয়ের ভালবাসা।
তোমার যা' প্রিয় প্রাণের সাধনা, মোর তা' অন্ধকার
কি কথা শুধালে কি কথা যে বলি অর্থ পাওয়া ভার।
করুণা-নয়নে চেয়ে চেয়ে যবে অলকে বুলাও কর
লজ্জা দীনতা সঙ্কোচে মোর কুণ্ঠিত অন্তর।
আমি এ অবোধ নারী,—
তোমার চরণে লুটেপড়া ছাড়া আর কি করিতে পারি?

তুমি যে কর্ম্মবীর,—
উন্নত বপু, উদার হৃদয়, শান্ত দান্ত ধীর।
ক্ষুধিতে তুষেছ যোগায়ে অন্ন, তাপিতে ছত্র ধরে',
হে ত্যাগি! কতই লাঞ্ছনা তুমি সয়েছ আমার তরে।
হৃদয়শোণিতে শ্রমজল করে' রাখিয়াছ সংসার,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তটিনীবক্ষে অটল কর্ণধার!
বুদ্ধির দোষে জঞ্জালজাল যতই জড়ায়ে তুলি'
নিশিদিন জাগি হাসিমুখে তুমি একে একে দাও খুলি'
আমি এ অবলা নারী—
তব চরণের দাসী হওয়া ছাড়া কি আর করিতে পারি।

তুমি যবে গাও গান,
আমি শুধু শুনি বুঝিনাক তার রসতাল লয়মান।
নদীস্রোতসম কতদূর হ'তে শ্রোতা চলে' আসে ছুটে,
মুগ্ধ মানসে অর্ঘ্যপুঞ্জ বহি অঞ্জলিপুটে।
দেশ-বিদেশের কত অজ্ঞাত হৃদি গুলি লও জিনি,
আমার মাথায় যে মাণিক জ্বলে আমিই তাহা না চিনি,
মোর নাম ধরে' কত গান গাও, আমি তাহা নাহি বুঝি,
গৌরবে গলা নয়নের জলে আপনা না পাই খুঁজি।
আমি এ অবোধ নারী
নীরবে চরণচুম্বন ছাড়া কি আর করিতে পারি?

তুমি ভালবাস কত
এক কণা পেলে ভরে' যায় প্রাণ, ঢালো বরষার মত।
রোগের শিয়রে অরুণ নয়নে জাগিয়াছ সারারাতি
পালকে আমারে আচ্ছাদি সবি নিয়েছ বক্ষ পাতি।
অতিকরুণায় দিয়াছ লজ্জা, সজ্জা করি না তাই
আপন দীনতা হীনতা স্মরিয়া কুণ্ঠায় মরে যাই।
লোহার আঘাত সহিয়া অঙ্গে বুলালে কনক কর
প্রতিদান দিতে ক্ষণেকের তরে দিলে কই অবসর ?
আমি দীন হীনা নারী
কেশ দিয়ে তব পদধূলি মুছি, আর কি করিতে পারি ?

তোমার প্রভাব

এ কুরূপে এ কুৎসিতে, হে সুন্দরি, করেছ সুন্দর,
অঙ্গে অঙ্গে ছুটাইয়া মাধুর্য্যের আনন্দ নির্ঝর।
পরশ মানিক্যস্পর্শে মণ্ডিয়াছ হিরণ্য আলোকে,
অনুরাগ চন্দ্রিকায়, রক্তচুম্বে পরীর পালকে।
শোভিয়াছি পদ্মকোষে রেণুমাখা মধুপের প্রায়
লজ্জারুণ গণ্ড'পরে কালো আঁখি যেমন মানায়।

হে কমলা, এ নির্ধনে করিয়াছ রাজরাজেশ্বর
তোমার মঞ্জুষা হতে স্বর্ণরেণু ঝরে নিরন্তর।
এ নিঃস্বেরে শিখায়েছ উচ্চ পদে তুচ্ছ গণিবারে,
বিত্তাতীত নিত্যধনে চিনায়েছ দৈন্যের আঁধারে।
ঢালিছ প্রবাল হেম মুক্তা হীরা, অশ্রুহাসে ভাবে,
এ কুটীরে কোথা রাখি ? দিশেহারা করিলে যে দাসে।

তপস্বিনী বাণী মোর, মম ধ্যান ধারণার ছবি
মূর্ত্তিমতী এ মন্দিরে, এ মূর্খেরে করিয়াছ কবি।
গুঞ্জরি উঠিল প্রাণ, কিংশুকেও অর্পিলে সৌরভ,
কল্পলতা! বরষিছ কুসুমিত কবিত্ব বৈভব।
আজিকে জীবন যেন অনুপ্রাসঝঙ্কৃত মূর্চ্ছনা
তোমারি মঞ্জীরশিঞ্জে করে ছন্দ তোমারি অর্চ্চনা।

হে নির্ম্মলা পূতশীলা, এ পঙ্কিলে করেছ নির্ম্মল,
সংহত সংযত নত করি মোর যা ছিল চপল!
শঙ্খস্বনে সন্ধ্যাদীপে তব শুভ কঙ্কণ নিক্কনে
পুণ্যের বোধন হলো অন্ধ গৃহে কল্যাণের সনে।
পবিত্র মহিমাভরা জ্যোতির্ম্ময় তোমার নয়ন
প্রতি পদক্ষেপে মোর সাথে থাকি করিছে শাসন।

চিরতরুণী

কে রাজে তোমার মাঝে অসীম সুষমা সাজে
বলগো প্রিয়া,
কোন্ সে অপরিমিতি নবরূপে তব নিতি
ফুটায় হিয়া ?

তোমার স্বরূপে সখি শেষ যে নাহি
অবাক হইয়া শুধু রহিগো চাহি,
অবিরত মধু ক্ষরে, আলসে এলায়ে পড়ে
অলি সে পিয়া।

সেই মুখ হাসিরাশি সেই ভালবাসাবাসি
মানসহরা,
একই সেই তনুমন একই কথা অনুখন
কাকুতি ভরা,

মনে হয় তবু যেন নূতন সবি
মোহন তখনি অই যখন লভি,
নানা ছলে সারাবেলা কে করে এ ফুলখেলা
তোমায় নিয়া ?

প্রিয়া

(উত্তররাম চরিত হইতে)

কুন্দকোরকদন্তশোভন সুন্দর মুখখানি,
যেনরা মূর্ত্ত মহাউৎসব কমনীয় তব পাণি ;
কণ্ঠ জড়ালে, যেনবা চন্দ্রকান্ত মণির হার
ইন্দু কিরণে নীহারবিন্দু নিচিত অঙ্গে যার।

বাণী তব, ম্লান জীবকুসুমের বিকাশসাধিকা, প্রিয়া,
তৃপ্ত করিছে কর্ণকুহরে সুধাধারা বরষিয়া,
অর্পণ করি ইন্দ্রিয়চয়পরিতর্পণ প্রাণ,
অবসাদহত চিত্তে সতত রসায়ন করে দান।

তোমার দৃষ্টিদুগ্ধসরিতে নিত্য করাও স্নান
করি কমলের কুট্মলনিভ প্রণামাঞ্জলি দান,
নেত্র যুগলে অমৃত বর্ত্তী, লক্ষ্মী স্বরূপা গেহে
জীবন আমার দ্বিতীয় হৃদয়, কৌমুদীসুধা দেহে,

বর্ষোপলের মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তব
যেনবা ললিত সিত সুকুমার লবলীকন্দ নব
সাত্ত্বিক প্রেমরসের পরশে সুন্দর সুশোভিত
মৃদুচঞ্চল, স্বেদ রোমাঞ্চ স্পন্দনে পুলকিত,
পরমানন্দসান্দ্র মধুর তনু তব মনোরম,
প্রাবৃট পবনে ধীর কম্পিত স্ফুট নীপশাখাসম।

ঘাটে

সখি,—গুরুজনে গিয়ে ব'লো,
অভাগী রাধার গায়ে বড় জ্বালা, তাই সে ঘাটেই র'লো।
পাখী ফিরে নীড়ে ঐ ঝাঁকে ঝাঁকে,
উদিয়াছে চাঁদ তমালের ফাঁকে,
ঘরে ঘরে দীপ করে টিপ টিপ যদিও সন্ধ্যা হলো
যমুনার জলে আজি রলো রাধা গুরুজনে গিয়ে ব'লো।

সখি,—এখন কি ফিরা যায়?
পথ নির্জ্জন ফিরেছে গোধন ধূলি উড়াইয়া পায়।
কেহ নাই ঘাটে বাটে নদীতীরে
মাঠে যারা ছিল গেছে তারা ফিরে
বন্ধ হয়েছে খেয়া পারাপার। ছাড়ি এত সুবিধায়
ছাড়ি জনহীন সাঁঝের যমুনা, এখনকি ফিরা যায়?

সখি—কেন কৌতুক হাসি?
শুনিছনা কাছে কদম তলাতে ঘন ঘন বাজে বাঁশী।
ঘাটের কাজটি তোমাদের মত
আমারত সখি সোজা নয় অত।
ছাড়াতে যে হবে, চুলে আর হারে গলায় লেগেছে ফাঁসী
কলস ভরা কি এতই সহজ? কেন কৌতুক হাসি?

সখি—বড় জ্বালা দেহময়,
বলো গুরুজনে আজিকে রাধার কি জানি কিইবা হয়।
আজি কালিন্দী কল্লোলে সই
দেহ ভরা দাহজ্বালা যায় কই ?
একগলা জলে আছি, বাকী আর একটু বইত নয়
ব'লো ফিরে এসে গৃহে গুরুজন বেশী যদি কিছু কয়।

অন্ধকার বৃন্দাবন

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার ;
চলে না চল মন্দানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলেনা গৃহে সন্ধ্যাদীপ,
ফুটেনা বনে কুন্দ নীপ
ছুটেনা কলকণ্ঠসুধা পাপিয়াপিকচন্দনার।
নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

ছোঁয়না তৃণ গোঠের ধেনু
ব্রজের বনে বাজে না বেণু
করেনা শ্যাম রাধিকা লয়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর,
সজল চল আয়ত আঁখি
পিয়াল ফুল পরাগ মাখি'
লেহন করে হরিণী আজি চরণ সুধাস্যন্দ কার ?
নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা
করেনা আলো তমালশাখা,
কমল কলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ আর।
যায়না চুরি নবনী ক্ষীর
বরষে তাই নয়ন নীর,
করেনা দধি মন্থ গোপী নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

সলিলকেলি ফেনিল জলে,
তটিনী আর নাহিক চলে,
পাটনী কাঁদি তরণী বাঁধি করেছে খেয়াবন্ধ তার।
নূপুর হার হারান' ছলে
বধূরা সাঁজে যমুনা জলে
করেনা দেরী আজিকে হেরি হাসিটি শ্যামচন্দ্রমার।
নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

বাতাসে শ্বসি বেতসবন
হুতাশে মরে হতাশ মন,
রচেনা রাসঝুলনদোলে মিলনপ্রেমানন্দহার,
গোধূলিধূলিধূসর কেশে
সখারা শোকবিবশ বেশে
এসেছে ভুলে কুসুম তুলে, কোথা সে ধন বন্দনার।

গোপাঙ্গনা চেতনাহীনা
মলিনাননা দৈন্যক্ষীণা
আঁখির জলে বাড়ায় শোকবন্যা ভানুনন্দনার,
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি'
থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি'
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো চলে না হৃৎস্পন্দ আর।
নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

রাখালরাজ

অবুঝ কানু কার মায়াতে ভুলে
গোকুল ছেড়ে চলে গেলি ভাই?
সেথায় কেবল হাতী ঘোড়ার মেলা
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই!
কোথায় সেথা দূর্ব্বাশ্যামল গোঠ
রাখাল দলে খেলার হেন জোট,
ননীর মতন কোমল ধবল দেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই!
এমন রাখালরাজ্যখানি ফেলে
কেমন করে' আছিস কানাই ভাই?

ময়ুরনাচা এমন পাখীডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন ?
মাটীছোঁয়া কোথায় তরুশাখা
ঝুলবি কোথা দুলবি সারাক্ষণ ?
ফুলবনে নাই ফুলের ছড়াছড়ি
ফুলের ডোরে কোথায় জড়াজড়ি ?
গুঁজতে কাণে মুকুল কোথা পাবি ?
খুঁজতে গিয়ে আকুল হবে মন।
অবুঝ রাজা এমন বাঁশীবাজা
সবুজ তাজা কোথায় সেথা বন ?

দুপুর রোদে সেথায় তরুতলে
কোথায় পাবি মধুর মৃদু হাওয়া ?
কোথায় সেথা কালিন্দীরি নীরে
কল্‌কলিয়ে সাঁতার কেটে নাওয়া ?
সেথায় কিরে গভীর কালীদ'য়
কমল কুমুদ নিত্য ফুটে রয় ?
গায়ের ঘামেও ঘনায় ঘুমের ঘোর
কোথায় এমন ঘুমে নয়ন ছাওয়া ?
রোদের তাতে তাতলে তনু তোর
গাছের ছায়ায় কোথায় পাবি হাওয়া ?

তুলবে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের আঁকুর বিঁধলে রাঙা পায় ?
পড়লে খসে নূপুর ধড়া চূড়া
আবার কেবা পরিয়ে দেবে হায় ?
তমাল তলে মেলে মেলি পা,
বাছুরটী আর চাটবেনাত গা !
ক্লান্ত হলে চাইবি কারে জল
কার কোলে তুই এলিয়ে দিবি গায় ?
ক্ষুধা পেলে আনবে কেবা ফল
ঘামলে ও মুখ মুছিয়ে দিবে তায় ?

সেথাও যদি উপদ্রবই করিস্
তারা কি তোর সইবে আচরণ ?
সেথাও যদি মাথন দধি হরিস্
তোয় যে কটু কইবে অকারণ !
বেণু যদি বাজাস রাখালরাজ
কেমন করে' করবে তারা কাজ ?
বকবেনাত তোর বাঁশরীরবে
যদি বা হয় পরাণ উচাটন ?
কলস যদি হরিস্ ঘাটে, তবে
হাস্‌বে কিরে তথায় বধূগণ ?

রাজা হওয়া যদিই এত সখ
রাজা তু তোয় করেছিলাম মোরা ;
ছিলত তোর মন্ত্রী পারিষদ,
গোধন মৃগ,—তারাই হাতী ঘোড়া।
উইয়ের ঢিপির সিংহাসনের 'পরি
মাথায় দিলাম পাতার মুকুট গড়ি,
কণ্ঠে দিলাম গুঞ্জাফলের মালা
হস্তে বাঁধি রাঙা রাখীর ডোরা।
হেথায় ফেলি রাখালরাজের লীলা
কেমনে তুই থাকবি মাখনচোরা ?

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার, তাড়ায়োনা রাজপথে,
মোরা তোমাদের রাজারে হেরিতে এসেছি গোকুল হ'তে।
ছেঁড়া ধড়া পরা, পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা ;
তাই বলে কিরে যেতে হবে ফিরে, পাব না কানুর দেখা ?
তুমিত জাননা প্রহরি তোমার রাজাটি মোদের কে।
এই ধুলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল, আমরা গোয়াল, সে আজ অনেক বড়।
ও চরণে ধরি তোরণপ্রহরি, তাড়ায়োনা, দয়া কর।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে তো-র পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি তাইত হাসি কি কাঁদি!
দাঁড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধূলা পায়, কানু শুনে তাই যদি
কত ব্যথা মরি পাবে সে প্রহরি আঁখিনীরে ব'বে নদী।
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন বাঁশী
সেই হতে তার বুঝি মুখ ভার, নাই খেলাধুলা হাসি।
আহাসে কতনা পেয়েছে যাতনা কেঁদেছে মোদের ছাড়ি!
অমন করিয়া দিওনাক ঠেলি, ভ্রুকুটী করোনা দ্বারি!

কালীদহ হতে এনেছি তুলিয়া তার তরে শতদল।
যে বনে বেড়াত চড়াত গোধন সে বনের পাকা ফল,
শাঙলীর দুধে মথিয়া নবনী ধবলীর দুধে ক্ষীর,
এনেছি মালতীফুলে মালা গাঁথি যমুনার কালো নীর।
এনেছি পাঁচনী শিখিচুড়া ননী কোঁচান রঙীন ধড়া,
বাঁশবন চ'ড়ি এনেছি বাঁশরী যতনে-ছিদ্র-করা।
গোটা গোকুলের আঁখি জলে ভেজা এসেছি আশিস্ নিয়ে
ভাঙা হৃদিভার রাঙা আঁখি আর,—একবার বল গিয়ে।

বলিস তাহার রোপিত লতাটি আজি ফুলে-আলো-করা
ঘেরি নীপতল আসিয়াছে জল যমুনা দুকূল ভরা।
যা ছিল মুকুল এখন তা ফল চারা বাঁধিয়াছে ঝাড়
আদরের বুধু হইয়াছে বড় শিঙ উঠিয়াছে তার্।

কোথা রবে তার রাজসভা দ্বারি, রবেনা সে গৃহকোণে,
বুকে এসে ছুটে পড়িবে সে লুটে একবার যদি শোনে।
নয়ন রাঙায়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুর-হিয়া
দিব ক্ষীর সর বনফুল তোরে, একবার বল গিয়া।

পাদমেকং ন গচ্ছামি

ব্রজের সখী ব্রজের সখা, কাঁদছ কেন আকুল প্রাণে?
আমার গোকুল ছেড়ে আমি যাইনি ত আর কোনখানে।
ধরে' আমায় শিরায় শিরায় শিহরিল ব্রজের তনু
আমার প্রাণে সঞ্জীবিত তাহার প্রতি কণা অণু!
ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে
শষ্পলতায় পুষ্পপাতায় আছি হেথায় নানান সাজে।
কাঁদছ মিছে, নয়ন মুছে দেখ চেয়ে,—এই যে আমি।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা দমেকং ন গচ্ছামি।

বরণ আমার মিশে গেছে ব্রজের শ্যামল দূর্ব্বাদলে
শাঙণ গগন মগন করি যমুনার ও কালো জলে।
ময়ুর নাচা তমাল বনে সংশয়ে চাও মাঝে মাঝে;
সত্যই মোর চারু চাঁচর চিকুর চূড়া হোথায় রাজে।
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আলিঙ্গিতে আহ্লাদিয়া
গলে গলে নামলো গিয়া কালিন্দীতে আমার হিয়া।

ব্রজধামের শুক শারিকা করছে আজো আমার নাম-ই
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

বেণুর বনে বাজে বাঁশী চমকে উঠ, চেন নাকি ?
কালীদহের নীলোৎপলে দেখনিকি আমার আঁখি ?
কৃষ্ণসারের চরণপাতে থমকে দাঁড়াও চাওযে পিছে,
আমার চরণশব্দ সে তা একেবারে নয়ক মিছে।
বন্ধুজীবে রক্ত অধর, কিসলয়ে নখর-রুচি
পদ্মদলে চরণ তুলে কুন্দ ফুলে হাস্য শুচি।
চিনি চিনি চিনতে নার' চমকে উঠে চাওযে থামি
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

পাটলঅশোকপলাশবাগে ফাল্গুনে মোর রঙের মেলা,
পরাগরাগের হোলির ফাগে উচিত আমায় চিনে ফেলা।
বকুলডালে বেতস বনে বাদল বায়ে ঝুলন করি,
ব্যাকুল চোখে চেয়েও থাকো যেন আমায় ফেল্লে ধরি।
দেখছনা ঐ চলছে আমার রাসের লীলা চুপে চুপে
হাজার ঢেউয়ে পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশীর হাজার রূপে।
উদাস বায়ুর পরশ দিয়ে বিবশ করি দিবস যামী
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

নবীন বঙ্গ

রচিল ধর্ম্ম-ত্রিবেণীতীর্থ তব ভগবান পরমহংস,
শ্রুতির বার্ত্তা শুনাইল পুন তব রায়, সেন, ঠাকুরবংশ।
বাড়বোজ্জ্বল করুণাসাগর ভরিল অঙ্ক রত্নপুঞ্জে,
বঙ্কিম নব শুভ সংসার রচিল তোমার মাধবী কুঞ্জে।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

দত্ত মিত্র গুপ্ত বসুর অর্ঘ্যে পদারবিন্দে দীপ্তি,
গিরিশ নবীন হেম মধু করে সুধাদানে জ্ঞানক্ষুধার তৃপ্তি,
মতি সুরেন্দ্র মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করে অযুত শিষ্যে
ব্রতী ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যাবর্ত্তিকালোক বিতরে বিশ্বে।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

জ্ঞানী দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
স্বর্ণ তারক মহশীন মণি বলির ধর্ম্মে হয়েছে নিঃস্ব।
রাজনীতিরণক্ষেত্রে ধ্বনিল রথী শ্রীকৃষ্ণদাসের শঙ্খ,
শোভে আশুতোষ মৈত্র ত্রিবেদী অলিসম তব কমলঅঙ্ক।

লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ঋষি মহেন্দ্র গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার জলে বাঁচিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়নহোমানলে করে হবির বৃষ্টি।
বহে গুরুদাস অগুরুপাত্র, অবনীর করে প্রাচীনছত্র,
যোগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে লিখিল তোমার বিজয় পত্র।
লুটি মাগো তব চরণধুলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

তব অপত্য দুরভুখণ্ডে লভিল শৌর্য্য সৈনাপত্যে,
তোমার চিত্ত জিনিয়া বিত্তে চিনিল নিত্যে,—চরম সত্যে।
দুহিতারা তব জাগ্রত করে রমণীগরিমা তিমিরলুপ্ত,
সেন সরকার শাস্ত্রী তোমার করে প্রবুদ্ধ কীর্ত্তি সুপ্ত।
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

সত্ত্বরজের মিলন মন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুর কূলে গায়িল সাম্যসামের ছন্দ।
শরচ্চন্দ্র-মরীচিমালায় কল্পসুষমা তোমার অঙ্গে,
তব বন্দনা কূজে আনন্দে কাব্যকুঞ্জে কোটি বিহঙ্গে।
লুটি মাগো তব চরণ ধুলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ধেয়ানস্তব্ধ যোগনিরুদ্ধ মুদিত তোমার হৃদরবিন্দ,
কোটি ভক্তের দুর্জ্জয় তপে তোমার আননে দ্যুতি অনিন্দ্য
পুত্র তোমার আর্ত্তের তরে বুঝিছে শীর্ষে অশনিবর্ষ,
দেশের কর্ম্মে সেবার ধর্ম্মে যাদের আত্মত্যাগের হর্ষ।
লুটি মাগো তব চরণধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ
জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

হে সুন্দর অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের অশ্রান্ত বিকাশ,
লভেছি তোমার মাঝে অনন্তের মঙ্গল আভাস।
তোমার অমেয় আত্মা অভ্রভেদী ছুটেছে দ্যুলোকে,
তব রূপনীলাম্বরে আঁখি-পাখী ডুবিল আলোকে।
মূরছি পড়িল ধ্যান তব জ্ঞানসিন্ধুসিকতায়
রসবন্যাউর্ম্মি মাঝে মর্ম্মতট লুকালো কোথায়।
সীমা নাই ভুমানন্দে, হেবিরাট সব যাই ভুলে,
স্পন্দহীন নিশি দিন, কৃতাঞ্জলি তব পাদমূলে।

হে আনন্দ! আসিয়াছ ছন্দে গন্ধে কন্দর কান্তারে
প্রভাতের কলরঙ্গে, কুসুমের সুষমা সম্ভারে,
তরঙ্গের চল ভঙ্গে, বিহঙ্গের সঙ্গীতের সুরে,
প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মেঘমন্দ্রে, ইন্দ্রায়ুধপুরে,

হে মঙ্গল! আসিয়াছ শঙ্খস্বনে উটজপ্রাঙ্গণে,
লাজবর্ষে হাস্যে হর্ষে স্বর্ণশস্যে ভবনে ভবনে,
বল্লীডোরে, মল্লীমাল্যে, পূজামন্ত্রে, উশীরচন্দনে,
শিশুর দেয়ালা মাঝে, কাঙালের করুণ ক্রন্দনে।

হে মোহন। এলে যদি এসো তবে আরো সন্নিকটে,
ভিড়াও সোনার তরী অয়োরূঢ় মম চিত্ততটে,
স্পর্শমণিময় কল্পমরালের পক্ষপুটে বাহি,
জয়বৈজয়ন্তী তুলি ভারতের পুণ্যসাম গাহি।
রাখ তব পাদপদ্ম লক্ষ ভক্তিতরঙ্গলীলায়,
এ অঙ্গ পিশঙ্গ করি ভৃঙ্গ হয়ে রেণু মাখি তায়।
ভক্ত-মর্ম্মমর্ম্মরের আরোহণী বাহি উঠি ধীরে,
নব তীর্থ রচ বঙ্গে সঙ্গীতের রসগঙ্গাতীরে।

কতদূরে! কত উচ্চে! হে রাজর্ষি, তবু কত প্রিয়,
প্রাংশুলভ্য, তবু দীন বামনের পরম আত্মীয়।
গোষ্পদের জলে জাগে পূর্ণ চারু চন্দ্রমার ছবি,
নীহার বিন্দুর বুকে ধরা দেয় গগনের রবি।
রথ হতে নেমে এস দাঁড়ায়োনা ইন্দ্রিয়দ্বারে।
অন্তরের অন্তঃপুরে চলে যেতে হবে একেবারে;
উজলি কিরীটরত্নে অন্ধকার প্রাণের কুটীর
এসো রাজ-অধিরাজ! ভক্ত তব আকুল অধীর।

গন্ধর্ব্বদ্যুলোক হতে চিত্রসেনদত্ত চিত্ররথে,
এস নামি সপ্তর্ষির আশ্রমের পুণ্য ছায়াপথে ;
বাগ্‌দেবীর তন্ত্রী হতে এস নামি মূর্ত্ত ব্রহ্মরাগ,
হে দেবতা হৃদয়ের সোমযজ্ঞে লহ আজ্যভাগ।
খৃষ্ট সম স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক সবে স্নেহছায়াতলে,
দুগ্ধশুভ্র দৃষ্টিদানে স্নাত করি মুগ্ধ শিশু দলে
বরিষ' ভৃঙ্গার হতে হে দেবর্ষি, আশীর্ব্বাদধারা,
তোমা ঘেরি নৃত্য করি ফুল্লচিত্তে হয়ে আত্মহারা।"

দ্বিজেন্দ্র—প্রয়াণে

ওগো দ্বিজরাজ কোথা গেলে আজ ? লুকাল জোছনাহাসি !
রবির কিরণ জাগে না প্রাচীতে শুধু যে তমসারাশি।
এখনো নিশীথ রয়েছে যে বাকী
চলেছে পেচক শির 'পরে ডাকি।
কার পানে এবে চেয়ে র'বে আঁখি অশ্রুতে যায় ভাসি,
ওগো দ্বিজরাজ কোথা গেলে আজ নিভায়ে পৌর্ণমাসী ?

অর্চ্চিলে মায় শূরশোণিতের সুরধুনী-কূলে কূলে,
তব সঙ্গীত শ্রুতিমূলে তাঁর কুণ্ডল হয়ে দুলে।
গড়ি মঞ্জীর কনক জীবনে
পরালে বঙ্গভাষার চরণে,
তোমার কণ্ঠ-কম্বুর নাদে জাগিল গৌড়বাসী।
মন্দির ত্যজি কোথা গেলে আজি ঘুচায়ে মায়ের হাসি।

জাগায়ে হাস্য মৃতকল্পের পাণ্ডুর ম্লান মুখে,
গহন কাননে ফুটালে কুসুম কাঁটার বোঁটার বুকে
ফুটায়ে কমল গরল সায়রে
বসালে বাণীরে তুমি তার 'পরে।
ওগো নটরাজ ফণীর ফণায় বাজালে মোহন বাঁশী,
কোথা গেলে কলফুল্লকণ্ঠ, কোথা গেলে উল্লাসী?

মৃত্যুশয্যায় রজনীকান্ত

হে কিন্নর! কণ্ঠে কণ্ঠে বণ্টি বঙ্গে সঙ্গীতমাধুরী,
কণ্ঠ তব কুণ্ঠিত নীরব।
আজি মাধুকরী-বেশে দাঁড়ায়েছ রাজরাজেশ্বর
বিলাইয়া সকল বিভব।
মণ্ডিয়া মাণিক্যহারে বিশ্বজনে, মহাশঙ্খমালা
আজি নিঃস্ব, পরিয়াছ গলে,
হাস্যসত্র খুলে দিয়ে আজি তুমি নেমেছ সিনানে
বিদায়ের নয়নের জলে।
নিয়েছ সকল দংশ বক্ষ পাতি, করি বিতরণ
মকরন্দ কারুণ্যতরল,
যত দুখব্যথা মথি বিতরিয়া অমৃত সবারে
কণ্ঠে নিলে মরণগরল।

এ বঙ্গ-অরণ্য মাঝে তুমি ছিলে হে নম্রমোহন
শান্ত সৌম্য তরু অভিরাম।
শ্যামা ধাত্রীমাতৃপদে নো'য়াইয়া শাখা বার বার
আজীবন করেছ প্রণাম।
তোমাতে কোকিল গাহি' প্রমুদিত করিল নিখিলে
দোয়েল গায়িল কত গান,
তোমার ছায়ায় আসি লভিয়াছে শান্তির বিশ্রাম
কত শত দাবদগ্ধ প্রাণ।
আজি তব ভগ্ন শাখা, শুষ্ক পত্র, মূল হীনবল
অদৃষ্টের অশনিসম্পাতে
শেষ বিন্দু রুগ্নরক্ত তা'ও দিয়া তবু ফুটাতেছ
ছোট ফুল গলিত শাখাতে।

হে মুক্ত সাধক, আজি দাঁড়ায়েছ প্রশান্ত গৌরবে
সীমাহারা অনন্তের কূলে,
কলকল রাঙাজল পদতলে আসে ছুটে ছুটে
লুটে লুটে পড়ে ফুলে' ফুলে'।
একখানি তরী তাহে তটে বাঁধা, করে টলমল
বসি তাহে অকূল-কাণ্ডারী,
অমৃতের দেশ হতে বার্ত্তা বহি আনে ক্ষণে ক্ষণে
ঊর্ম্মিমালা দিগন্ত বিহারী।
ভক্তবৃন্দপরিবৃত দাঁড়াইয়া আছ তুমি কূলে
শিরে শিরে আশীষ বিতরি

তারা আজি ফিরিবেনা, উত্তরীয় বসন অঞ্চল
বক্ষে চাপি ধরেছে আঁকড়ি।

বিশ্বসনে ইন্দ্রিয়ের পরিচয় হইয়াছে শেষ
জাগে শিরে অতীন্দ্রিয় দ্যুতি,
দিগন্তের পরপারে জাগিয়াছে সম্মুখে তোমার
সান্ত্বনার ত্রিদিব বিভূতি।
ঊর্দ্ধে দেছ প্রসারিয়া অবসন্ন কর্ম্মক্লান্ত, তব
রোগশোকতাপখিন্ন পাণি,
নেমে আসে ছায়াপথে জ্যোতির্ম্ময় বরাভয় বাহু
নিতে তোমা দিব্যলোকে টানি।
উপলব্যথিতগতি শ্রান্ত তব জীবন তটিনী
খুঁজে ফিরে জুড়াবার ঠাঁই,
জোয়ারে উদ্বেলি সিন্ধু আগাইয়া অই আসে ছুটে
বুকে করে লইবারে তাই।

মরণে বলেছ সখা, স্কন্ধে তার দিয়া বাহুভর
ফিরিতেছ গৃহে আপনার।
আধি ব্যাধি ভৃত্য সম আলো লয়ে যায় আগে আগে,
বনপথ দুর্গম আঁধার।
ব্যথা তব কোরকের স্ফুটনের উৎসুক ব্যগ্রতা
নির্ঝরের উৎসার প্রয়াস,

দেহের পিঞ্জরদ্বারে বসি আত্মাবিহঙ্গম তব
মুক্তিহর্ষে হেরে নীলাকাশ।
তুমি 'প্রসাদের' মত গঙ্গাজলে আকণ্ঠ দাঁড়ায়ে
গাহিতেছ শেষের সঙ্গীত,
মোরা স্তব্ধ স্পন্দহীন হেরিতেছি অপলক আঁখে
ঊর্দ্ধে তব অভয় ইঙ্গিত।

হে যাজ্ঞিক! যজ্ঞে তব পূর্ণাহুতি আসিছে নিকটে
হুহু জ্বলে হোম-হুতাশন,
করিব না কলুষিত মন্দীভূত সে অনলশিখা,
বৃথা অশ্রু করি বরিষণ।
তব শরশয্যা পাশে আসিয়াছি আজি শূরবর
লভিতে আশীষ কোলাকুলি,
লোকোত্তর বার্ত্তা কহ জানিয়াছ যাহা ধ্যানযোগে
শিরে দাও তব পদধূলি।
করিয়া বিভুর পদে আপনারে সম্পূর্ণ সংন্যাস,
মর্ত্ত্য জীব নহ তুমি আর,
আজি মহা সন্ধিক্ষণে শিষ্যে তব দীক্ষামন্ত্র দাও
জপি গিয়ে তাই বার বার।

বরণ

(বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের)

তোমারে গ'ড়িল বিধি তাঁর পাদপদ্মের পরিমলে,
রাখালরাজের অঙ্গের রজে নিমায়ের আঁখিজলে।
তোমার মাঝারে ধ্রুবের সাধনা
জনকের জ্ঞানগরিমার কণা
সনকের পরাভক্তি উজলি ভীষ্মের তেজ জ্বলে॥

হোমানল পাশে গুরুকুলবাসে কোন নৈমিষে পশি,
নিয়ে এলে জ্ঞান হে সুধী মহান্, ঋষি-পদতলে বসি।
বিগত জনমে কোন ব্রজধামে
রাখালের দলে ছিলে কোন নামে ?
ত্যাগের মন্ত্র শিখে এলে তুমি কোন্ বোধিদ্রুমতলে ?

সম্বর্দ্ধনা

(স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের)

এস দেশ জননীর দিগ্‌জয়ী সুত বঙ্গবাণীরে সঙ্গে করি,
পশপাশ হতে তুলে নিলে রথে সযতনে যারে হস্তে ধরি।
বুঝেছ হে বুধ কি মহিমা রাজে
নিজ জননীর ক্ষুদকণা মাঝে ;
গৌরব নাহি পোষ্যসুতের শূন্য দম্ভে হর্ম্ম্য 'পরি।

মহামিলনের রচিয়াছ সেতু,
পুরে জনপদে উড়ে জয়কেতু,
বিশ্ববাণীর মন্দিরে ভেরীদুন্দুভিনাদে বঙ্গ ভরি।
দাঁড়াও মূর্ত্ত তপঃফলসম
সিদ্ধ সাধক নমোনমোনমঃ
দশের বন্ধু, দেশের ইন্দু, তমসাসিন্ধুতরণে তরী।

ইহাগচ্ছ

(অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের শোকসভায়)

ওগো পুরোহিত ফিরে এস হেথা বাণীর দেউলতলে,
বেলা বয়ে যায়, ধূপ দহে যায়, ঘৃত দীপ বৃথা জ্বলে।
না জাগিতে ঊষা তেয়াগি শয়ন
ভকত করেছে কুসুম চয়ন
আশাপথ চাহি অযুত নয়ন চঞ্চল পলে পলে ॥

পিঙ্গল হলো হোমের অনল হবির পিয়াসা বহি,
পঙ্কজবনে ক্ষুধিত মরাল ফেলে শ্বাস রহি রহি।
ছুঁ'করে কুসুম চন্দন জল
দাঁড়ায়ে দুধারে সাধকের দল,
এত আয়োজন করো না বিফল ভাসায়ো না আঁখি জলে।

৭

তর্পণ

(ঋষিকল্প ৺গঙ্গাধর কবিরাজের স্মৃতিসভায়)

বাগ্দেবতার মানসতনয় পথ ভুলে এসেছিলে ভবে,
এই মহীমাঝে রেখে গেছ জ্ঞানবৈভবে গুরু গৌরবে।
দেহ আত্মার লাগি দুইকরে,
আনিলে ভেষজ ব্যাধিতের তরে,
একাধারে তুমি উদ্গাতা হোতা জ্ঞানসত্রেরি উৎসবে।

সত্ত্বরজের পুণ্যমিলন তোমারি জীবন ক্ষেত্রে,
রুদ্রশিবের শুভসঙ্গতি তোমার মানস নেত্রে।
জটাজালে ঝরে জাহ্নবী বারি
দেহ আত্মার তাপরোগহারী।
জ্বলিল তোমার নয়নে বহ্নি জড়চেতনের মহাহবে।

দাশরথি

প্রাচ্যপ্রতীচ্যের আদিসঙ্গমের স্থণ্ডিলভবনে
দেশ পণ্ডিতেরা যবে হলো হোতা জ্ঞানের হবনে,
দুয়ারে কাঙালী যারা জুটেছিল মলিনবদন,
তাদের বিদায়ভার কে তখন করিল গ্রহণ ?

বিদেশী ভূষায় যবে বিমণ্ডিতা ভারতী ইন্দিরা,
মন্দিরে বিকাতেছিল বিজাতীয় সাহিত্যমদিরা,

মৃৎপাত্রে গোরসসুধা পল্লীবক্ষে কে করি দোহন
তাঁদের ভোগের লাগি পথে পথে করিল বহন?

নগরের সভামঞ্চে নবমন্ত্রে জয়জয়কার,
বৈষ্ণবশাক্তের দ্বন্দ্বে পল্লীভূমি যায় ছারেখার,
তাহাদের রণক্ষেত্রে কে তুলিয়া সন্ধির পতাকা
অপূর্ব্ব গীতার মন্ত্র বিঘোষিল সখ্যশান্তিমাখা?

যত জ্ঞানগর্ব্বিগণ অভিজাত্যসমুচ্চ সোপানে,
যখন রচিতেছিল শিক্ষাশালা ভিক্ষাঅভিমানে,
বঙ্গে মহামানবের আচার্য্যের দর্ভাসনখানি
কে তখন অধিকারি' শুনাইল পরাতত্ত্ববাণী?

সেই তুমি মহাকবি,—এ বঙ্গের অন্তরঙ্গ কবি,
কাঙ্গালের কৃষকের অন্তরের আঁধারের রবি।
শত শত গুহকেরে দাশরথি, তুমি দিলে কোল
চামার চণ্ডাল সঙ্গে এক কণ্ঠে বলি হরিবোল।

কৃত্তিবাস

আজিকে তোমার ভক্তগণের এ শুভমিলনে তোমারে স্মরি,
তোমার খড়ম ফিরে পেলে আজ নৃত্য করি গো শীর্ষে ধরি।
হে কবিসাধক কোটিকোটি চুমে
পরমতীর্থ তব বাসভূমে
খুঁজি পদরেণু, লুটাই এ তনু বিচরিলে তুমি যে ভিটা' পরি।

বল্মীক গিরি হতে নরলোকে
ঝরিল গঙ্গা আদিকবি চোখে
আনিলে তা'হতে শাখাভাগীরথী বঙ্গে শ্যামলজীবনে ভরি'।
জানিনাক শ্রুতিস্মৃতিসংহিতা
বুঝিনা তন্ত্র দর্শন গীতা
চিনি শুধু গুরু তোমারি পন্থা, তোমারি মন্ত্র বক্ষে ধরি।
নিত্য ঘুরিছ কুটীরে কুটীরে,
মূঢ় ভক্তের নয়নের নীরে,
মোদের সমাজসংসারগেহ চিরপূত করি রেখেছ গড়ি।
বাঙালী নারীর সতীসিতিমায়
নিষ্ঠা ভক্তি প্রীতিপ্রতিমায়
তোমার অমল কীর্ত্তিগরিমা তুমি রেখে গেছ অমর করি।

নীলকণ্ঠ

জনমেছ মল্লীবনে, বল্লীবেণী পল্লীমা'র উল্লাসী দুলাল,
তব লীলানিকেতন অই পল্লী বৃন্দাবন। কদম্ব তমাল
প্রাবৃট অম্বুদপুঞ্জ, ফুল্লকুঞ্জ, স্ফুটাম্বুজ শ্যামসরোবর
তোমারে করেছে কবি, কূজনগুঞ্জনমন্দ্র নদীকলস্বর
শিখাল গাহিতে তোমা। নগরের জনসংঘে চাওনি আসন
আদেশ ইঙ্গিতে রাজসংসদে করনি কভু সারঙ্গ বাদন;
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি। দেশবন্ধু বঙ্গমার অন্তরঙ্গ জন
অন্তরের প্রতিবাসী আড়ম্বরশূন্য কবি একান্ত আপন।

যোগায়নি ভৃত্য তব নিত্য নিত্য কবিত্বের বৈচিত্র্যসম্ভার
তোমারি অঙ্গনতলে চিরমুক্ত নিসর্গের সুষমা ভাণ্ডার।
নহ তুমি শিল্পীমাত্র, অনুশীলনের ফল করনি সঞ্চয়,
মোমের কুসুম নহে গীতি তব, মেঠোফুল, সে যে মধুময়।
বিশ্বের ললাট ঘেরি কতবার ঘনঘটা ছেয়েছে প্রবল
চমকেনি তবু কভু তব কাব্যনভোনীল—চির অচঞ্চল।
জগতের জ্ঞানসত্রে মত্তোৎসবে করনিক তুমি যোগদান
একতারা করে ধরি নদীতীরে করিয়াছ হরিনাম গান।

মান'নি ভ্রূভঙ্গি কোনো, ভঙ্গি তব ছন্দোরীতি অলঙ্কারহারা
অমণ্ডিত অঙ্গে তার তরঙ্গিত নৈসর্গিক মাধুরীর ধারা।
নাহি চন্দ্ররাজ্ঞীগণসম অঙ্গে অগণন ভূষণের ভার
নীলকণ্ঠপ্রিয়াসম আছে পূত সতীতেজোদৃপ্ত রূপ তার।
মহাসমিতির মাঝে গীতি তব শতকণ্ঠে হয়নি উদগীত
পাঠ্যশালা, নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, তবকাব্যে হয়নি ধ্বনিত,
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি। শুনি মোরা ভক্তিভরে দিবস নিশীথে
তব গীতি বাটে মাঠে গোপীযন্ত্রে রাখালের বাঁশের বাঁশীতে,
পল্লীগোঠে হাটে ঘাটে ইক্ষুক্ষেত্রে জেলেদের তালডিঙ্গি'পরে
ওগো কণ্ঠ! কণ্ঠ তব ছুটে চলে গ্রামান্তরে কান্তারে প্রান্তরে।
কর্ম্মশ্রান্ত কৃষকেরা ও গীতসায়রে হয় ক্লান্তিশ্রান্তিহারা,
মাঠ হতে তব গানে পল্লীর প্রেমিক দেয় প্রেমিকারে সাড়া।
সর্ব্ব ভীতিহরা গীতি গাহি পান্থ গ্রামপথে জানায় প্রবেশ
ভিখারীসম্বলধন দূরিল অন্তর হতে চিন্তাচেষ্টালেশ।

ওগো কণ্ঠ, কণ্ঠ তুমি বঙ্গমা'র, অকুণ্ঠিত শ্রীমাল্যমণ্ডিত,
সহজ সরল লঘু অন্তরের ক্ষরে যাহে আনন্দ অমৃত।
সমগ্র এ বঙ্গভূমে করিয়া রেখেছ চির চারু বৃন্দাবন,
কণ্ঠে কণ্ঠে নেচে ঘুরে বেণুকর নীলমণি নন্দের নন্দন।
নীলকণ্ঠ, মণ্ডিয়াছ শিখণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের মোহন চূড়ায়,
তোমার বিতত শিখাছত্র ছায়ে বঙ্গভূমি সতত জুড়ায়।
হে বিশ্বরাজার সভাগায়ক, চারণ কবি, অর্চ্চি ও চরণ,
তোমার অক্ষয় সুরে শুনি আমি এ বঙ্গের বক্ষের স্পন্দন।

শ্রীক্ষেত্রমঙ্গল

এ যে— মহামিলনের ক্ষেত্র
হৃদয়কুমুদ ফুটে উঠে হেথা বিকসয় জ্ঞাননেত্র।
অসীমের সনে অসীম মিশেছে, চেতন মিশেছে জড়ে,
দেউল মিলেছে গগনের গায় দেবতায় বুকে ধ'রে॥
সিন্ধু আকাশে অবিশ্রান্ত দিগন্তে কোলাকুলি,
মিলিয়াছে গেহ সন্ন্যাস সনে হৃদয় দুয়ার খুলি।
তপন নীরবে তেজোগৌরবে, মিশিছে লহরী বুকে,
ত্রিদিব নামিয়া বসুধা উঠিয়া চুমে হেথা মুখে মুখে।
এ যে— মহামিলনের ক্ষেত্র—
অনন্তে ছুটে অন্তর হেথা দিগন্তে ছুটে নেত্র।

এ যে— পরম প্রেমের রাজ্য—
জ্ঞানভক্তিতে হেথা মাথামাথি মিলে অন্তর বাহ্য।

অযুত কণ্ঠে বিবিধছন্দে একই মহাবাণী ছুটে
হৃদয়ে হৃদয়ে হেথা নিমায়ের চরণকমল ফুটে।
দীন-ধনবান নাহি ব্যবধান, মিলিতেছে গলাগলি,
চণ্ডাল দ্বিজ করিছে ভোজন, রচি প্রেমমণ্ডলী।
সংসার হেথা প্রকৃতির সাথে প্রেমসঙ্গমে জুটে,
বিবুধনরের মধুর মিলনে আনন্দগান উঠে॥

যে—
পরম প্রেমের রাজ্য—
মিলনোল্লাসে উৎসব করে হেথা অন্তরবাহ্য।

হেথা—
নাহি সঙ্কোচবন্ধ—
বাজিছে হৃদয়শঙ্খে শঙ্খে মুক্তিহরষছন্দ।
নহে কুণ্ঠিতা হিন্দুদয়িতা অবগুণ্ঠন ফেলি।
বিলাসী হেথায় ব্যসন-বিরাগী ভূষণ রেখেছে ঠেলি।
জড় জরা হেথা শৈশব সনে হয়েছে ঐকতানী
হেথা যৌবন মুদিছে নয়ন যুক্ত করিয়া পাণি।
ভক্তি এখানে মহাকীর্ত্তনে নাচিছে আপনহারা
নিষ্ঠায় প্রেমে লুটিয়া পড়েছে নাস্তিক ছিল যারা।

হেথা—
নাই যত বাধাবন্ধ—
স্বত নত হয় হেথা হৃদি শির নাহি অহমিকা গন্ধ।

হেথা—
সকল দম্ভ চূর্ণ—
আপন হীনতা দীনতার জ্ঞানে অন্তর পরিপূর্ণ।

ভুবনেশ্বর

(মন্দির)

শান্ত তুঙ্গ হে দিব্যাঙ্গ দেবতামন্দির,
জেগে আছ কত কাল তুলি উচ্চ শির।
তুমি বুঝি ছিলে আগে অনুচ্চ চঞ্চল
দেবতার ছত্রসম কোমল ধবল?
কোটি কোটি সন্ধ্যারতি মঙ্গল বাজনা
পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, পুণ্য আরাধনা
তোমা ঘেরি ঘেরি লভি শিলার আকার
গড়িয়া তুলেছে চূড়া তোরণ প্রাকার।
ধ্যানমগ্ন শান্ত শত যোগীর মহিমা
দেছে তোমা স্তব্ধ স্থির প্রশান্ত গরিমা।
ঘনীভূত ভক্তিপুঞ্জ অটল সুন্দর
করিয়াছে অবিচল সৌম্য মনোহর।
প্রাঙ্গণের তল তব যত হলো ক্ষয়
লভিল ও দিব্যদেহ তত উপচয়।

(বিন্দুসরোবর)

বিমল সাত্ত্বিক রসে পুণ্যপুলকিত
সাধকের অশ্রুবিন্দু হইয়া সঞ্চিত,
কত যুগ যুগ হতে ওগো সরোবর
রচিয়া তুলেছে তোমা বিরাট সুন্দর।

কোটি কোটি তীর্থযাত্রী করি প্রণিপাত
খনিয়া তুলেছে তোমা ওগো পুণ্যখাত।
লক্ষকোটি সাধকের অর্ঘ্যপুষ্পাসব
মধুর করেছে তোমা দিয়াছে সৌরভ।
সাধুর অমল রক্ত হৃদয় কোমল
প্রতিবিম্বে ফুটায়েছে রক্ত শতদল।
সতীর অলকস্পর্শে জেগেছে শৈবাল
তার শুভ্র শঙ্খশ্রীতে ছুটেছে মরাল।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্যনিবেদন
তব বক্ষে মন্দিরের করেছে সৃজন।

প্যালামৌ

ঐ যে গিরির পরে শোভিছে গিরি
তমাল পিয়াল বনে রয়েছে ঘিরি।
উঠে যেন দিক শেষে ধোঁয়ার মতন ভেসে
দ্যুলোক দেশের পথে সাজান সিঁড়ি।

স্বপনপুরীটি উহা মায়ায় গড়া,
পালকতুলানো শত পরীতে ভরা।
কাছে ভাবি যাও যত, আরো দূর দূর কত
পথিকলোলুপদিঠিপাগলকরা

যেখানে আঙুল দিয়ে বালুকা খুঁড়ে
জলপান করে লোক আঁজুল পূরে।
যে নদী শুকানো মরা দেখিবে দুকূলভরা
পার হয়ে কিছু পরে আসিতে ঘুরে।

পাষাণ চিরিয়া যথা ফোয়ারা ঝরে,
কোলবালা সাঁজে যথা সিনান করে।
গ্রামের দুহাত দিয়ে নারী ফেরে জল নিয়ে
তিনটী গাগরী রাখি মাথার 'পরে।

কালো পাথরের ছবি নিখুঁত হেন
কিশোরী চলেছে ছুটে যমুনা যেন,
কে বলিবে ঝোঁপে ঝাড়ে উজান বহাতে তারে
বাঁশরীটি বারে বারে বাজিছে কেন?

আপনার বাহুবল, প্রাণের প্রভু,
তরুণী এ দুটী সার ভুলেনা কভু,
পতিরে বিঁধিবে যাহা বুক পাতি লয় তাহা
প্রেম সে মাতাল বটে অটল তবু।

বল্লীবলয় পরে বালক বালা
গলে শোভে লালনীল স্ফটিকমালা।
পাখীর পালক চুলে, বনমালা বুকে দুলে
মহুয়ার ছায়াতলে নাট্যশালা।

মহুয়ার মদে চোখ ঘোরালো ভারি
চলেছে কোলের যুবা ধনুকধারী
ভালুকে ধরিয়া কাণে গুহা হতে টেনে আনে
বালক ঝাঁপায়ে পড়ে পৃষ্ঠে তারি।

চকিত চটুল মৃগ আয়ত আঁখি
ছুটেছে পিয়ালরেণু গায়েতে মাখি।
রঙীন স্বপন আঁকা শিখীরা ছড়ায় পাখা
একসাথে ধরে তান হাজার পাখী।
মহুয়ার ফুলে সুরা চুঁয়ায়ে পড়ে
মাদলে শিরীষ ফুল বাদল ঝরে।
দাঁড়ালে বকুল মূলে পা'দুখানি ডুবে ফুলে
রূপঅভিমানে নীপ শিহরি মরে।

জ্যোছনা তটিনী তটে ফিনিক ফুটে,
মাণিক উজলে বনরাণীর মুঠে ;
এলায়ে চিকন চুল দু'কানে রতন দুল
জোনাকীচুমকিদেওয়া আঁচল লুটে।

ঐ যে গিরির পরে শোভিছে গিরি
ভাসাভাসা ধোঁয়া ধোঁয়া কুহেলি ঘিরি
নাগবালাদের দেশে নিয়ে যায় দূতী এসে
ঐ খানে আছে তার সুড়ং সিঁড়ি।

বৰ্দ্ধমানে

হেথা কাশীরাম অমৃত সমান প্রচারিল মহাভারতমন্ত্র,
বাঙালী জাতির একাধারে শ্রুতি ইতিহাস স্মৃতিপুরাণতন্ত্র
হেথা দাশরথি কবি মহামতি পল্লীগীতার ললিত ছন্দে,
শক্তিভক্তিউপাসক দলে যুক্ত করিল মিলনবন্ধে,
প্রেমের গোঁসাই ঠাকুর নিমাই লভিল হেথায়ই বিরাগ দীক্ষা,
লোচন কণ্ঠ ভাবগদগদ পথে করে ভবমোচন ভিক্ষা।
কবিরাজ নরহরি গোবিন্দ রসতরঙ্গে ডুবাল বঙ্গে,
ভক্তিপাগল কমলাকান্ত নৃত্যে মাতিল শ্যামার সঙ্গে।
এস সুধীগণ এ মিলনমঠে বঙ্গমাতার পুণ্যক্ষেত্রে
চাহ ভারতীর আরতিআলোকে ভকতিআয়ত নলিননেত্রে।

বঙ্গবাণীর দারুতরুখানি সোণা করি দিল ভারতচন্দ্র,
দিল মুকুন্দ কাঁসরে ঝাঁঝরে সন্ধ্যাপ্রভাতে আরতি মন্দ্র।
হেথা রঘুনাথ ছুঁতনা অন্ন না রচিয়া শ্যামাভজন নিত্য,
কবি ঘনরাম দিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গানে অমৃত বিত্ত।
হরিকীর্ত্তনে পুলকাঞ্চিত হেথাকার প্রতি বিটপী বল্লী
অযুত কবির কণ্ঠে মুখর কিন্নরসভা নগরপল্লী।
সাধুদরবেশ কোটি বাউলের পদধূলি হেথা করিল সখ্য,
নরপতি হেথা বিত্তের মাঝে ছাড়েনি নিত্য ধ্রুব সে লক্ষ্য।
এস সুধীগণ এ মিলনমঠে বঙ্গমাতার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর আরতিআলোকে ভকতিআয়ত নলিননেত্রে।

ছিল একদিন রমার চরণে ঝরিত হেথায় রতন চূর্ণ,
সোনাফলা ক্ষেত, মণিভরা খনি, পয়স্বিনীতে গোগৃহ পূর্ণ।
রোগে শোকে আজ দৈন্য দুঃখে দহে রাক্ষসী জীবন হন্ত্রী,
ল্ অস্থিতন্তুতে বিজড়িত তবু বুক হতে আজো ছাড়িনি তন্ত্রী।
এসহে মনিষি, কবি জ্ঞানী ঋষি, শ্রীকরপরশে জাগায়ে সুপ্তে,
বাঁচায়ে আবার স্বাহার মন্ত্রে ভস্মগুপ্তে, নিদ্রিত লুপ্তে।
আজিকে কাঙাল বিদুরের গৃহে লভি আতিথ্য নীবার মুষ্টি
ভক্তবিরাগী ভিখারীর দেশে লভিতে হইবে অপার তুষ্টি।
এস সুধীগণ এ মিলনমঠে বঙ্গমাতার পুণ্যক্ষেত্রে
চাহ ভারতীর আরতিআলোকে ভকতি আয়ত নলিন নেত্রে।

মহানদী তীরে

(নিদাঘে)

বড় আশা করে আজি আসিয়াছি চিরতৃষাতুর,
মহানদী, তব জলে তৃষ্ণাজ্বালা করিবারে দূর।
বড় সাধ ছিল এই রুক্ষশুষ্ক আঁখিযুগ দিয়ে
অশেষ অপরিমেয় বারিরাশি তব, নিব পিয়ে।
কত পিপাসিত নিশি কল্পনায় ভেঙেছি গড়েছি
অকূল সাগর সম চিত্তপটে চিত্রিত করেছি।
নদী মধ্যে রাজ্ঞীগণ্যা মহামান্যা তুমি মহানদী
ভেবেছিনু তপ্ততৃষা যাবে চলে দেখা পাই যদি

কিন্তু দেবি একি দেখি ধূধূ শুধু বালুকার রাশি,
তৃষ্ণাহরা কোথা শান্তি কোথা তব শৌর্য্য কান্তি হাসি?

মূর্ত্তিমতী তৃষ্ণা তুমি শুষ্ককণ্ঠা ধ্রুব ভিখারিণী,
দাউ দাউ জ্বলে জ্বালা—মৃগতৃষা অনলবাহিনী
সর্ব্বগ্রাসী সিন্ধুশোষী তৃষা তব, অগস্ত্যের তৃষা,
কোথা আসিয়াছি আমি দেশে দেশে ঘুরি দিবানিশা?
বড় আজ দিনু লাজ প্রার্থী হয়ে ওগো মনস্বিনি,
এবে নিঃস্বা তপস্বিনী তুমি দেবি আগে তা জানিনি।
অতিদানরিক্তা তুমি ফিরাবে কি তুমি প্রার্থিজন?
মৃৎপাত্রে আতিথ্য বয়ে' আনিবেনা রঘুর মতন?
তুমি অন্নপূর্ণা, শুনি আসিলাম তোমার সকাশ
কিন্তু একি মূর্ত্তি তব? এ ক্ষুধিতে করিলে হতাশ।
শ্মশানবাসিনী তুমি, অট্টহাস্য মুখে খল খল
নৃকঙ্কালভস্মমুষ্টি ভিক্ষা দিতে তোমার সম্বল।

ধামশ্রেণী

পাটের দেশে মাঠের মাঝে পুণ্যপীঠে শান্তিমঠ,
ধূ-ধূকরা রৌদ্র মাঝে হেথায় হেরি বিল্ববট।
বংশবেতসবনের দেশে হেথায় জাগে তুলসীবন,
চম্পাজবা অশোকশিরে ভক্তিদেবীর সিংহাসন।
ক্লেশভরা ক্লেদপঙ্ক মাঝে হেথায় ফুটে পদ্মচয়,
পাটের পূতিগন্ধ ছাপি' হেথায় ধূপের গন্ধ বয়।

আজকে হেথায় ভাঙাদেউল নাই কলরব কোলাহল,
নিত্য দানসত্র কোথা শাস্ত্র বিচার অনর্গল ?
তবু হেথায় কে রেখেছে নরদেবীর পুণ্য নাম ?
এখনো কে জানায় এ যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের তীর্থধাম !
অনলজলে কাননবাসে হয়নি যেমন পরাভূত,
হরিগুণগানের গরব ছাড়েনিক রাজার সুত,
কালের প্রখর বজ্রমুখর কাটল হাজার ঝঞ্ঝারাতি
আজো হেথায় শঙ্খ বাজে, জ্বলছে পূত ঘিয়ের বাতি।

দেড়শো বছর আগে হেথায়, না—না, তারো অনেক আগে,
দেবীর বোধনমন্ত্রে হেথায় প্রথম জগদম্বা জাগে।
ভক্তহাজার জুটত রাজার দেব দেউলের উঠান মাঝে,
পুণ্যারতির বাজ্‌না শুনে পড়ত লুটে বিহান সাঁঝে।
পণ্ডিতেরা দান পেয়েছে পরগণাকে-পরগণা
জুড়ায়েছে দৈন্যখিন্ন অন্নভাবের যন্ত্রণা।
হাজার দ্বিজের চরণধূলি এই আঙ্গিনার ধূলির সাথে
পবিত্রতার জন্মভূমে রোমাঞ্চিছে দিবস রাতে।
হাজার দ্বিজ পেত হেথায় চিত্ত ভরি নিত্যসেবা
হাস্যবদন ছাড়া হেথায় ফিরেছিল প্রার্থী কেবা ?
উঠত হাজার ধেনুর দুধের দোহনমুখর মূর্চ্ছনা
বৈতালিকে সন্ধ্যাপ্রাতে গাইত দেবীর বন্দনা।
সন্ন্যাসীরা হেথায় এসে ধুনী জেলে করত ডেরা,
দুয়ার দুয়ার ফিরত না আর দেশের যত ভিক্ষুকেরা।

বারো মাসে তের' পরব হতো হেথায় মহোৎসবে ;
একশ' ঢাকে কাঁপাইত দিগ্‌দিগন্ত বজ্র রবে !
দ্বিজের পাতের প্রসাদ পেয়ে, লক্ষ জীবন রইত জিয়ে ;
রুগ্নজনে নীরোগ হ'তো দেবীর পদামৃত পিয়ে ।

* * * * *

বিত্ত মাঝেও চিত্ত তোমার সত্যধনে চিন্‌লো সতী,
নিত্যভূমানন্দময়ী তাই তুমি মা সত্যবতী !
প্রসাদতলে রয়েও তুমি ধ্রুবের প্রসাদ ভিখারিণী ।
ভূধররাজের কন্যা যেন কঠোর তপের তপস্বিনী !
ভোগের কুসুম কানন মাঝে রইলে তুমি তুল্‌সী হ'য়ে
বিষয়-বিষের সায়র হ'তে কুম্ভে সুধা আন্‌লে ব'য়ে ।
লক্ষ্মী হ'য়ে ভিক্ষা মাগ' দাক্ষায়ণীর চরণতলে ।
ভাস্‌লো রজত গজপতি তোমার নয়নগঙ্গাজলে ।
ইন্দ্র গাহে নান্দী তোমার শাশ্বতরসবিন্দু মাগি
বল্কবসন সার ক'রেছ সর্ব্বত্যাগী প্রিয়ের লাগি' ।

কবে তোমার হারটি হীরার হ'লো হরজপের মালা ?
রতন বলয় হ'লো কবে অপ্‌রাজিতার লতার বালা ?
জানি না কোন্ অরুণ তেজে পঙ্কমাঝে উঠলে ফুটি'
কবে ধনের তুঙ্গমেরু সিন্ধুজলে পড়্‌লো লুটি' ।
কবে তুমি মেল্‌লে আঁখি প্রথম তপস্বিনীর সাজে,
সীতা যেমন মেললো নয়ন সঙ্কুচিত অগ্নিমাঝে ।

কবে তোমার চিকন চিকুর চমকিল জটার পাকে ?
মায়ের চরণ-অরুণ-কিরণ পড়লো বাতায়নের ফাঁকে।
কবে তুমি প্রথম, দেবি নিভালে সব ভবন বাতি
শ্যামা-মায়ের সেবার লাগি' কর্‌লে জীবন অমারাতি।
অমানিশার দীপান্বিতায় জলছে যবে অনিত্যতা,
তোমার সখী শ্যামামায়ের সঙ্গে তখন কইছ কথা।
তারা দেবীর বেদীর পাশে দাঁড়াবে কোন্ বীরাঙ্গনা ?
খড়্গটি তাঁর আলিঙ্গিয়া সইবে কে তা'র উন্মাদনা ?
ভোগবিলাসের উরস পরে নৃত্য করে এলোকেশী,
পিয়ে রুধির ছিড়ছে অধীর লোক লালসার মাংসপেশী।
বক্ষে ধরে অট্টহাসের বজ্রজ্বালা বিদ্যুতেরে,
বরাভয়ের আশীষ তুমি হাত হ'তে তাঁর নি কেড়ে।

পুত্রহীনা অনাথমাতা—মাতা তুমি সবার ঘরে,
নয়নতারা নিদ্রাহারা লক্ষ সুতের শিয়র পরে।
পুণ্য বুকের স্তন্য তব দুইটি মুখে হয়নি সারা
হরজটারণ্য হতে ঝরল যেন গঙ্গাধারা।
বশিষ্ঠেরই মতন শুদ্ধ—ধন্য গুরুর শিষ্যা তুমি
তোমার বিভব-দানের ভয়ে সার করে যে কাননভূমি।
জনক তোমার জনক যেন,—বিগত যাঁর বিষয় তৃষা
রঘুনাথের হৃদয়রম্য—বিশ্বজনে দেখাও দিশা।
পতির কানন বাসে তুমি পাওনি দেবী থাকতে সাথে,
মিলন তব তাঁহার সাথে হ'ল নাক এই ধরাতে!

দৈহিকতার সব আয়োজন সমর্পিলে তাঁহার নামে,
একেবারে মিল্‌লে গিয়ে ধরার পারে গোলোকধামে।
লক্ষ তোমার দুঃখী সুতের ভার দিলে যে সখীর করে,
ঐহিকতায় নিঃস্পৃহতা তাঁর মত কার আত্মা ধরে,
তপনসুতা আপন ধারা দিল যেমন জাহ্নবীরে।
জাগল্ল পাবন দানের সত্র যুক্তবেণীর তীরে তীরে।
ঐ মিলনের তীর্থ-প্রয়াগ বঙ্গভূমি শীর্ষে বয়,
বঙ্গবাসী পুণ্য নীরে আজো নেয়ে ধন্য হয়।
ত্রিস্রোতার এই শুষ্ক তীরে গড়লে নূতন বারাণসী,
অহির বনে হরের ভালে উজলিলে খণ্ডশশী।
মা, তোমাদের পুণ্যবলে এখনো দেশ বেঁচে আছে;
সকল দেশের নারীর মাথা প্রণত ওই পায়ের কাছে।
সুরুচিরা দেখুক চাহি ধ্রুবমাতার তপের বল
কাদম্বরী দেখুক আহা মহাশ্বেতার জপের ফল।
মিথ্যা ভোগের মোহের কূপে দেখুক যত ভাগ্যবতী,
সত্যনিধি বক্ষে কর সাধ্বী সতী সত্যবতী।

আজো ভাঙা এই দেউলে জাগছে জপের প্রতিধ্বনি,
শিলার তলে আছে বুঝি শুচিশীলার পুণ্যখনি।
এই রজসে প্রেম হরষে তুমি যে মা পড়লে লুটে'।
এই আঙিনার পঙ্কে তোমার চরণ কমল রইত ফুটে।
পারিজাতের গন্ধ যেন পাইগো হেথা পথে পথে
এখনো কি দেবতারা সব আনাগোনা করেন রথে?

ফেলতে চরণ ভক্তিভয়ে, শিউরে কেন উঠি ডরে ?
তড়িৎ ছুটে শিরায় শিরায় রোমাঞ্চনে অঙ্গ ভরে।
এ আশ্রমে ব্যাধের হাতে পড়েছে খ'সে ধনুর্ব্বাণ !
দৈত্য-হৃদি ভক্তিভরে ক'রছে নমি আত্মদান !
পাষণ্ডের এ পাষাণ চোখে মলয়জের রসটা কেন ?
ক্ষণেক তরে শিথিল হ'ল স্মৃতির মোহপাশটা যেন !
ক্ষণকালের ঘনিষ্ঠতায় পশুর বুকে এত মায়া ?
এ কি ক্ষণিক মরীচিকা ? মরুর মাঝে তরুর ছায়া ?
পুত্রহারা প্রসূতির এ ক্ষণিক সুখ-স্বপন না কি ?
শোকের পাথার আস্‌বে ফিরে মেললে পরে আবার আঁখি ?
মিথ্যামাঝে জন্ম লভি মিথ্যাটাতেই মজল মতি ;
সত্যটাকেই মিথ্যা ভাবি, হায় জননী সত্যবতী !

* * *

আয় রে হেথা আয় ছুটে আয় হায়রে বিষয়-বিষের কীট,
ফেলে মাথার পাটের বোঝা কয়লা লোহা পাথর ইট,
আয়রে পথিক দাঁড়া হেথায় নাগকেশরের শীতল ছায়,
ভূষণ খুলি ধূসর ধূলি মাথরে হেথা সকল গায় ;
সতীর পায়ে শান্ত শীতল হেথায় প্রতি পরমাণু,
নিমেষতরে নিভা হেথায় তপ্তভৃষার সব কৃশানু।
প্রসাদফুলের জলের সাথে মিশারে তোর চক্ষুজল
মেলরে সাঁঝের শঙ্খতানে কুঞ্চিত তোর রক্ষোদল !
করুণ আঁখির অশ্রু হেথায়, তরুণ অরুণ জবায় ফুটে,
আত্মহারা আবেগ হেথায়, ধূপের সুবাস-শিখায় উঠে।

হেথায় কিছু হারায়নাক, স্বর্গপথে সবার গতি
হাত দুখানি বাড়াইয়া রয়েছে মা পুণ্যবতী!
চিত্তকাঙাল আয়রে নৃপাল আয়রে ধনের অভিমানী
বিদ্যামদে মত্ত পুরুষ, আয়রে পরুষহৃদয় জ্ঞানী।
ধন্য হ'রে হেরে হেথায় ত্রিদিবধরার পুণ্যসেতু,
হিন্দুসতীর চরণতলে লুটা তোদের বিজয়কেতু।

ধর্ম্মক্ষেত্র

অঙ্গ যাহার চিরমন্দির, দেবদেবীবেদী অদ্রি রাজি,
পূজার পাদ্য নদীর কোশায়, কেদার কানন অর্ঘ্যসাজি।
কূজনে গুঞ্জে জীমূতমন্দ্রে কীচককুঞ্জ রন্ধ্ররবে—
সদা সিন্ধুর দুন্দুভি-নাদে যে করে আরতি মহোৎসবে?
গৃহ প্রাঙ্গণ ঘাট বাট ভরা শুষ্ক প্রসাদী ফুলের স্তূপে,
চন্দনবসুধারা, আলিপনা, দর্ভাঙ্কুরী, দগ্ধধূপে।
যাগ যোগ জপে, জ্ঞানধ্যান তপে প্রতি রেণুকণা পাবনীকৃত,
যাহার মাটিতে হাঁটিতে সতত ভবভয়ে তনু কণ্টকিত।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবন—মরণশরণচরণ চুমি'।

গোধন হেথায় রেখেছে বাঁচায়ে তাপসের তপ, দেবের যাগ,
নৃপের ঋদ্ধি,—জননীর রূপে লভেছে শ্রদ্ধা সেবার ভাগ।

নীবার দর্ভ লভিয়া শ্বাপদ যজ্ঞপ্রহরী হয়েছে বনে,
আশ্রমশিশু বিক্রমে দক্ষি যথা সিংহের দশন গণে।
বংশীধারীরে নাচিয়া নাচায় ফণী আপনার ফণার' পরে
রচে দেবতার কৃত্তি-মেখলা, সিন্ধুশয্যা, ছত্র ধরে।
শাখামৃগ যথা সতীর ভক্ত, রথীর রথের চূড়ায় রহে
দেবীপাদপীঠ কেশরীর শির, মকর পতিতপাবনী বহে।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি'।

দেবের ব্যজনে সাধের পুচ্ছ দিয়াছে যথায় চমরবধূ
তুচ্ছ জীবন করেছে উচ্চ মধুমক্ষিকা বিতরি মধু।
মধুমৃগমদগন্ধবিনোদে বন্দে দেবীরে গন্ধসায়,
দ্বিরদ কুম্ভ, শুক্তি মর্ম্ম, বিদারি দিয়াছে মুক্তাহার।
দিল কুঙ্কুম সিন্দুররাগ পাষাণ মর্ম্মটঙ্ক ভেদি'
কুশশমী নিজ হৃৎপঞ্জরে পিঙ্গল করে যজ্ঞবেদী।
কীট কোথা দিয়া হৃদয়তন্তু ভূষিয়াছে মায়ে চীনাংশুকে,
চরণাম্বুজ, বক্ষে রুধির-লাক্ষাধারায় রঞ্জে সুখে।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম" বিনা শুকমুখে নাই অন্য বুলি,
ক্রৌঞ্চ আপন বক্ষের ক্ষতে রামায়ণী ধারা দিয়াছে খুলি।
তিত্তিরি কোথা বসি আশ্রমে উপনিষদের বার্ত্তা কয়
কৃতকপুত্র কলাপী করেছে ক্ষত্রশিশুর চিত্ত জয়।

অটবী পেলেছে যোগী সন্ন্যাসী অশোক বিল্ব বটের ছায়
হোমধূমজালে ললাট মলিন, কুসুমলোহিত লোচনে চায়।
যথা বল্কলে অক্ষ মালায় ভৃঙ্গারে রহে বৃক্ষ সাজি',
ক্ষণে ক্ষণে যার তনু রোমাঞ্চে পুলকাঞ্চিত মুকুল রাজি।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

দারু তৃণ চারুশিলায় মিলিয়া যথা দিল দেবে গন্ধরস,
দেবতাদেউলে দহিয়া লভেছে ধূপগুগ্‌গুলু অমর যশ।
গোময় করেছে নিরাময় শুচি লক্ষ্মী-মায়ের আঙিনাতল,
দেবশোভা লাগি কোথা ফুটে ফুল দেবসেবা লাগি জনমে ফল।
আশীষ কোথায় দূর্ব্বাঙ্কুর মঙ্গলমৃৎ মৃগ-রোচনা?
ধান্য কোথায় ইন্দিরা মার অঞ্চলঝরা কণক-কণা?
বৈশাখী ঝারা গঙ্গার ধারা তরুদেবতার অঙ্গে ঢালে,
তুলসী-কুঞ্জ শুভাশিষ-বাণী গুঞ্জরে মহাযাত্রাকালে।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবন মরণ শরণ চরণ চুমি।

স্বরগের ঘাটে নিতি খেয়া দিতে সুরধুনী মায়ে রেখেছে কেবা?
কোথায় সিনানে মোক্ষফলদা সরযূ, কাবেরী, তমসা, রেবা।
আলোকাসর্ষ জড়ের শীর্ষ ঋষির চরণে ছোঁয়ায় শিলা,
জগজ্জননী করে গিরিকূটমনঃশিলায় তনয়ালীলা।

সাত্ত্বিক রসে পুলকাঙ্কুরসঞ্চার সম ভক্ত দেহে
শতেক তীর্থ, মঙ্গল পীঠ জাগিয়া উঠিল কাহার গেহে ?
অম্ভোধি কার কম্বুকণ্ঠে সন্ধ্যা প্রভাতে ঘোষিছে জয়,
যাগসম্ভব অম্বুদ কোথা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বন্দী রয় ।
সে যে গো আমার কর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি ।

ব্রাহ্মী উষায় জাগিয়া কোথায় মঙ্গলারতি শঙ্খতানে,
নমে নরনারী ভক্তিবিভোর রক্ত তরুণ অরুণ পানে ।
স্নানপথ হতে সিক্ত বসনে ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে ।
অর্পণ করে তর্পণবারি স্বর্গত যত পিতৃগণে ।
পঞ্চযজ্ঞ সমাপিয়া কোথা অতিথি দেবতা তুষিয়া নিতি
দিবসের শেষে আমিষশূন্য হবিষ্যান্নগ্রহণ রীতি ?
সাধিয়া নিত্য সন্ধ্যাকৃত্য সুপ্তি কোথায় ক্লান্তিহরা ?
নৃপ পালঙ্কে স্বপ্নে নেহারে জটাকরঙ্কদণ্ড ধরা ।
সে যে গো আমার কর্ম্মক্ষেত্র ভারত মাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি ।

নিশাতমঃ দূর আরতি আলোকে ভোজ্য কোথায় পূজার ভোগ
দেউলসোপান শয্যা কোথায় চরণামৃত বিনাশে রোগ ।
হরিনাম লেখা তিলকই ভূষণ, তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ ।
গার্হপত্য মরণের চিতা সেই অনলেই নিত্য যাগ ।
পূজাফুলে দিন গণে বিরহিনী হরি বলি ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
তনয়ের নাম রাখে কোথা গৃহী বিভুর চরণ, মায়ের দাস

জননী কোথায় অন্নপূর্ণা জনক শ্মশানে বিরাগী যোগী,
কোথা অপত্য ইহ পরত্র মহামিলনের সুফল ভোগী।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

মঠ-মন্দির প্রতিমা গঠনে পরিকল্পিত শিল্প যার,
ভক্তি অশ্রু-নীহার ধৌত যার সঙ্গীতকুসুমহার।
যার সাহিত্য সতীর সতের সত্যশূরের করেছে সেবা,
ধ্রুববাণী ছাড়া অন্য বারতা ইতিহাসে লিখে রাখেনি যেবা।
গৃহীর ভক্তি সাধুর সাধনা মিলিয়া যোগীর জ্ঞানের সাথে
শিলা বিগ্রহে দারু-পুত্তলে জাগ্রত করে জগন্নাথে।
জননী জানিয়া গৃহে গৃহে গৃহী পূজে নির্ভয়ে রুদ্রানীরে,
হেরি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ, শিহরেনা ডরে, দাঁড়ায়ে ঘিরে।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

কর্ম্মে যাহার শুধু অধিকার বিভুপদে সঁপা কর্ম্মফল।
মরণ-মিথ্যা, অমরাত্মার সেত নববাস পরার ছল।
মোহ-মেঘে প্রেম রহিলে মগন নিখিল-ভুবন বিস্মরিয়া,
অভিশাপ আসে উদ্যত জটা বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া।
পতির চিতায় যথা শোয় নারী নিখিল শিয়রে মা হ'য়ে জাগে
ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মবাদিনী শাশ্বত বিনা কিছু না মাগে।
এ নরজনম প্রোষিত জীবন, ভোগসুখ, পূতি পিশিতক্লেদ,
গৃহদাহে দ্বিজ আর সব ফেলি খুঁজে ফিরে নিজ যজুর্ব্বেদ।

সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত মাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

ধর্ম্মাচরণে পরিণয় কোথা উজলিতে কুল কোথায় সুত?
বর্জ্জন তরে অর্জ্জন কোথা, স্নান মার্জ্জনা, হইতে পূত?
কর্ম্মবলের লাগি যৌবন অতিথির তরে কোথায় গেহ?
পুনর্জ্জন্ম জিনিতে জনম, আত্মার লাগি কোথায় দেহ?
যোগের লাগিয়া স্বাস্থ্য স্বস্তি তপের লাগিয়া কঠোর যোগ
শুধু প্রবৃত্তি পরিপাক তরে নিবৃত্তিমুখী অস্থির ভোগ?
পর্জ্জন্যের প্রসাদের লাগি হোমানলে দেয় আহুতি হোতা—
তরুণশক্তি লভি জন্মিতে ইচ্ছামরণবরণ কোথা?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত মাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

যথা তপঃকৃশ ঋষি শিষ্যের ক্ষীণ তর্জ্জনী হেলন ভরে,
রথীর কিরীট উদ্ধতবাজি উদ্যত অসি নমিয়া পড়ে।
আর্ত্তে তরিতে সত্যে সেবিতে ক্ষাত্রশক্তি অস্ত্র ধরে,
শির হতে যাঁরে বড় গণি প্রাণ সঁপে প্রাণাধিক ব্রতের তরে।
নৃপতি যথায় প্রকৃতির পিতা, জনক শুধুই জন্ম হেতু।
প্রাসাদ অটবী এপার ওপার মাঝখানে চির ত্যাগের সেতু।
যথা ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়া বাঁধা ভগবান কুটীর দ্বারে,
দৈন্য যথায় মধ্যমাণিক লক্ষ নিধির কণ্ঠহারে।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত মাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

দুগ্ধধবল স্নিগ্ধ দিঠিতে কে করায় নিতি মোদের স্নান,
কূলেকূলে ভরা স্নেহ তটিনীর কুলুকুলু তানে জুড়ায় কাণ ?
স্তন্যের সহ কে দেয় কণ্ঠে পাপতাপহর হরির নাম,
আশিস্ কাহার বরের সমান, করে গো পূর্ণ মনস্কাম।
শিখায় ক্ষমিতে চির বৈরীরে, বীরবৈরীর নমিতে পায়।
তীর্থপথের ধূলি তুলি লয়ে কে দেয় মাথায়ে সবার গায় ?
অঞ্জলি দেয় কুসুমে ভরিয়া প্রণিপাতে দেয় নোয়ায়ে শির,
বক্ষ ভরায় মোক্ষ আশায় চক্ষে ঝরায় ভক্তিনীর।
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র, ভারত মাতার কর্ম্ম ভূমি
ধন্য জনম যাহার জীবনমরণশরণ চরণ চুমি।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

ঋতুমঙ্গল।

মূল্য ॥৵০—বাঁধা ১৲

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট।

প্রবাসীর মন্তব্য—

ষড়ঋতুর বিচিত্র বিলাসলীলা, রূপবৈচিত্র্য ও সম্পদ সম্ভারের বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া বহু খণ্ড কবিতার সমষ্টি এই ঋতুমঙ্গল। কবি বিচিত্র ছন্দের কবিতায় প্রকৃতির ষড়ঋতুর বিশেষত্বের সহিত বঙ্গবাসীর হৃদয়ের যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁরা প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে মানব মনের ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত আদান প্রদান অনুভব করিতে চান তাঁরা ঋতুসংহার রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের চরণাঙ্কানুসারী এই কবি কালিদাসের ঋতুমঙ্গল পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। প্রবাসী,

বল্লরী

মুল্য ৷৹ বাঁধা ৸৹

কবির 'কুন্দ' ও 'কিসলয়' একত্রে ২য় সংস্করণে বল্লরী। প্রবাসীর মন্তব্য—"খুব দক্ষ কারুকর ভিন্ন এই শ্রেণীর Epigrammatic poemএ সাফল্য লাভ করিতে পারে না নবীন। কবি এই কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ। অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বসংযোগে রসমধুর।"

ভারতীর মন্তব্য—কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর, ঝঙ্কারে রমণীয়, ছন্দের অপূর্ব্ব লীলায় মনোহর। শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।

বসুমতী—"বল্লরী সম্বন্ধে কবির কথাতেই বলি—

'মুক্তামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন শ্বেতপদ্মের মাঝে মাঝে।
যেন ছায়ালীন চন্দ্র আলোক আঁধার বক্ষে আঁকা,
হরিচন্দন রচনার সাথে যেন কালাগুরুমাখা।"

ব্রজবেণু—মুল্য ৷৵৹ আনা, বাঁধা ১৲

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বলেন—

"তোমার ব্রজবেণু মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" আধুনিক কবিকুলে তুমিই একমাত্র ব্রজকবি, তোমার বিশেষত্ব,—তুমি ব্রজের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছ। ধর্ম্মকে এমন কর্ম্মজগতের উপযোগী সরস সরল স্বাভাবিক করা প্রথম শ্রেণীর কবির কাজ—তুমি তাই। এতে শুধু আমাকে আকুল করে নাই—অবাক করিয়াছে।" "ভারতবর্ষ।"

অর্চ্চনার অভিমত—(লেখক মুঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকালীপদ মিত্র এম, এ, বি, এল—)

"ব্রজবেণু আমার ভিতরে যে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়াছে তাহাতে কোথাও কোথাও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি—পঙ্‌ক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে একটা বাষ্প জমিয়া উঠিয়াছে—গলা ভারি হইয়াছে—নেত্রপল্লব বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় ভরিয়া উঠিয়াছে।"

পর্ণপুট সম্বন্ধে মতামত

ভারতবর্ষ—কবিতাগুলিতে সার আছে—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সমাবেশে হৃদয়গ্রাহী। ছন্দের ঝঙ্কারও বড় মিঠে। পাঠকবর্গকে অনুরোধ, তাঁহারা কবিতাগুলি মনে মনে না পড়িয়া যেন আবৃত্তি করেন, তাহা হইলে ছন্দোমাধুর্য্যে ও ভাষাচাতুর্য্যে চমৎকৃত হইবেন। যাঁহারা তরুণ তাঁহারা প্রেমগীতিগুলি পড়িতে পারেন। সে গুলিতে মাধুর্য্য আছে, কিন্তু তীব্রতা বা উদ্দামতা নাই। * * *

পরিশেষে বক্তব্য, পুস্তকের ছাপা কাগজ মলাট সবই পরিপাটী। মুদ্রাকরপ্রমাদ বড় একটা দেখিলাম না। তবে পুস্তকখানির নাম পরিচয়ে যেন একটু খটকা বাধিল—পর্ণপুট—না—স্বর্ণপুট ?

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম, এ,।

দেশমান্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত—কবিতাগুলি পড়িয়া সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, এমন পুস্তকের নাম পর্ণপুট না রাখিয়া স্বর্ণপুট রাখা হইল না কেন ? আবার মনে হইল—জগতের চিত্তহারিণী মাধুরী স্বর্ণে ?—না—পর্ণে ? বিশেষ পল্লীকবিতাগুলি পড়িয়া পর্ণপুট নামই যথার্থ মনে হয়, আর বলিতে ইচ্ছা হয়।